ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 August 2021 ■ আগরতলা ৫ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ১৯ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ঃ রাজ্যে বাড়ল মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমনে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, মৃত্যু মিছিল আবার শুরু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২৬২ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি, চার জনের মৃত্যু এবং ২৪৮ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার ২.৯৬ শতাংশ।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১১৬৬ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭৬৮৪ জনকে নিয়ে মোট ৮৮৫০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৩৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ২২৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ২৬২ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার হয়েছে ২.৯৬ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৪৮ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২৭১০ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৭৯২৮৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৫৭৫৪ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.৯৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৫.৬২ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় চার জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৫৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখল করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৮৭ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪৭ জন, গোমতি জেলায় ৩৬ জন, ধলাই জেলায় ২১ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১৩ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২১ জন, উনকোটি জেলায় ৩০ জন এবং খোয়াই জেলায় ৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে, কোভিড টিকাকরণে পুনরায় রেকর্ড গড়ল ভারত। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৬২.৫৩-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ফলে ভারতে ৪৮.৫২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকত্ব আইনের পুনর্বিবেচনা হবে না, জানালো কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.)।। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বা সিএএ নিয়ে কোনও রকম পুনর্বিবেচনা করবে না কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিষয়ে ইউনিয়ন মুসলিম লিগের তরফে পুনর্বিবেচনার বিষয়টি জানতে চাওয়া হলেও সেই বিষয়ে সাড়া দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান ছাড়া অন্যে সংখ্যালঘুদের সিএএ-এর আওতায় আনাও হবে না বলে রাজ্যসভায় জানিয়ে দেওয়া হল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে।

বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই স্পষ্ট করে দেন, সিএএ নিয়ে কোনও রকম পুনর্বিবেচনার কথা ভাবছে না কেন্দ্র। এমনকি পূর্বে ঘোষিত ৬টি ধর্মীয় গোষ্ঠী ছাড়া আর কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সিএএ-এর আওতায় আনা হবে না। মন্ত্রীর এই বক্তব্য থেকে রাজনৈতিক মহলের কাছে স্পষ্ট যে, পরোক্ষভাবে মুসলিমদের এই বিলের আওতায় না আনার কথাই রাজ্যসভায় ঘোষণা করেছে মোদী সরকার। মূলত হিন্দুত্ববাদী অবস্থানে দাঁড়িয়েই সিএএ নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছে মোদী সরকার।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আসে কেন্দ্র। সিএএ আসলে হল একটি ধর্মভিত্তিক নাগরিকত্ব আইন। এই বিল অনুসারে প্রতিবেশী আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে নিপিড়িত, আক্রান্ত, অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষরা আবেদনের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন। তবে এই নাগরিকত্ব পাওয়ার কিছু বিশেষ নিয়ম রয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই স্পষ্ট করে দেন, সিএএ নিয়ে কোনও রকম পুনর্বিবেচনার কথা ভাবছে না কেন্দ্র। এমনকি পূর্বে ঘোষিত ৬টি ধর্মীয় গোষ্ঠী ছাড়া আর কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সিএএ-এর আওতায় আসবেন না। সিএএ-এর মাধ্যমে নতুন নিয়ম নীতি চালু করার জন্য সংসদে ২০২২ পর্যন্ত সময় চেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

মানিক সরকারকে শ্রদ্ধা করি, বললেন কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। ত্রিপুরায় সিপিএমের সাথে সখ্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তৃণমূলকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন কুণাল ঘোষ। তিনি অকপটে বলেন, মানিক সরকারকে আমি শ্রদ্ধা করি। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপি বিরোধী মঞ্চ গঠনে নীতি, আদর্শের বিসর্জন হয়ত এভাবেই দেওয়া হয়।

আজ ত্রিপুরা সফরে আসেন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ। বিমানবন্দরে নেমেই তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরার সাথে তাঁর সম্পর্ক বহু পুরনো। তিনি বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী তাঁর বাবার কাছে চিকিতা করাতেন। সেই সুত্রে বহুবার নৃপেনবাবু তাঁদের বাড়িতে গিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে ঠিকই। কিন্ত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে তিনি শ্রদ্ধা করেন।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। কিন্ত, সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে বামফ্রন্ট এবং বিজেপি জোট সরকার। তাই, তৃণমূল কংগ্রেস আগামী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলন্ত মারুতী ভ্যানে অগ্নিকান্ড উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ আগস্ট।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেলো উদয়পুর ভাঙার পাড় এলাকায় জনবহুল এলাকা ও দোকানপাট। ঘটনা আজ সকাল আনুমানিক সাড়ে নয়টায় রমেশ চৌমুহনী থেকে টি আর - ০১-আর-০২৫৮ নামক একটি মারুতি ভ্যান ভাঙার পাড় চৌমুহনী এলাকায় আসতেই গাড়ির ইঞ্জিনে আগুন দেখতে পায় রাস্তার পাশে থাকা দোকানের ক্রেতা সাধারন ও পথ চলতি মানুষ।

পথ চলতি মানুষ ও দোকানিদের আত্ম চিৎকারে উল্লিখিত গাড়ির চালক আকাশ সাহা তড়িঘড়ি প্রত্যুতপন্নমতির পরিচয় দিয়ে গাড়ি রাস্তার ধারে পার্ক করে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। জীবন হানি থেকে রক্ষা পেলো চালক আকাশ। পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণ উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দেওয়ার সাথে সাথে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

যদি মারুতি গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যেতো তবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতো। অল্পেতে রক্ষা পেলো উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত খিলপাড়া ভাঙার পাড় এলাকার জনগণ ও দোকান মালিকরা। কৌতূহলী জনগণের ভীড়ে কিছুক্ষণ এই উদয়পুর-কাকড়াবন রাজ্য সড়ক বন্ধ থাকলেও পরে খোলে দেওয়া হয়।

খোয়াইয়ে বিএসএফ জওয়ান আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৪ আগস্ট।। উগ্রপন্থী হামলায় দুই বিএসএফ জওয়ানের শহিদ হওয়ার ঘটনায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে ত্রিপুরা আবারও মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হল। বিএসএফের এক জওয়ান নিজের সার্ভিস বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। খোয়াই থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিএসএফের ৮০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের পহরমুড়া বিওপি-র জওয়ান রাজস্থানের যোধপুরের বাসিন্দা বাবুরাম চৌধুরী(৪১) আত্মহত্যা করেছেন। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

খোয়াই থানার পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে পহরমুড়া সীমান্তে মোতায়েন ছিলেন বাবুরাম চৌধুরী সহ আরও তিন জওয়ান। বাবুরাম সেন্টি পদে কর্মরত ছিলেন ও সীমান্তে ওয়াচ টাওয়ারের দায়িত্বে এবং বাকি তিনজন কাটা তারের বেড়া পাহাড়ায় ছিলেন। পুলিশের দাবি, সহকর্মীদের বয়ান অনুসারে ডিউটি শেষ হওয়ার এক ঘন্টা পূর্বে ভোর পাঁচটা নাগাদ নিজের ইনসাস সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি ছুড়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই জওয়ান।

খোয়াই পুলিশের দাবি, আত্মঘাতী ওই জওয়ান রাজস্থানের যোধপুরের বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানে বিএসএফের ৮০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ ওই ঘটনায় একটি মামলা নিয়েছে। তাঁরা ওই জওয়ানের পরিবারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কারফিউ লঙ্ঘনের দায়ে ৩৮০৩ জনকে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। কারফিউ উল্লজ্ঘনের দায়ে ত্রিপুরায় ১ এপ্রিল থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত ৩৮০৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া ২২টি মামলা দায়ের এবং ৬১ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৮০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ আইন মন্ত্রী জানিয়েছেন, কারফিউ উল্লজ্ঘনের দায়ে ত্রিপুরা সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। ১ এপ্রিল থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত ১৫১ সিআরপিসির অধীন ৩৮০৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন তিনি জেলাভিত্তিক হিসেব তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, কারফিউ উল্লজ্ঘনের দায়ে পশ্চিম জেলায় ২৬৩৭ জনকে গ্রেফতার, ৪টি মামলা এবং ২১ লক্ষ ১৭ হাজার ৭০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। অন্যান্য জেলার তুলনায় পশ্চিম জেলা সব কিছুতেই শীর্ষে রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, সিপাহীজলা জেলায় ১৮১ জনকে, গোমতি জেলায় ২৭৪ জনকে, দক্ষিন জেলায় ৯০ জনকে, খোয়াই জেলায় ১৬০ জনকে, ধলাই জেলায় ১৪০ জনকে, উনকোটি জেলায় ১২৯ জনকে এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৯২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এছাড়া, পশ্চিম জেলায় ৪টি, সিপাহীজলা জেলায় ৩টি, দক্ষিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ আগস্ট।। ঝুলন্ত অবস্থায় এক মাঝ বয়সী মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘটনা বিশালগড় থানাধীন পুরাথল রাজনগর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার সকালে ইন্দ্রানী দত্ত(৪৫) স্বামীর সাথে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সকালে বাড়ির লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করে। পরবর্তী সময়ে না পেয়ে ছুটে যায় বাড়ির পাশে একটি রাবার বাগানের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখতে পায় গলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল পর্যালোচনার নির্দেশ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর মতে, যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ফলাফলে ছাত্রছাত্রীরা ফেল নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখাচ্ছে, ওই বিদ্যালয়গুলির ফলাফল পর্যালোচনা করবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তিনি মনে করেন, গত কয়েকদিনে ফলাফল নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। গতকাল এবং আজ ওই ইস্যুতে রাজধানী আগরতলা উত্তপ্ত হয়েছে। আজ শিক্ষামন্ত্রী জানান, করোনার প্রকোপে এবছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। তাই, সিবিএসই সহ সারা দেশের বিভিন্ন বোর্ডের মূল্যায়নের পদ্ধতি মোতাবেক ত্রিপুরায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ফলাফল ঘোষণা দিয়েছে।

তাঁর কথায়, বিদ্যালয়গুলি পরীক্ষার্থীদের নম্বর পাঠিয়েছে। সেই নম্বরের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ কমিটি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেছে। পর্ষদ সে মোতাবেক ফলাফল ঘোষণা দিয়েছে। কিন্ত, এখন রাজ্যের কিছু স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, আজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে ফলাফল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে সেবাদলের তরফ থেকে সদরের এসডিপিও'র অফিস ঘেরাও করা হয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

জুয়ার সরঞ্জাম সহ আটক ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোলাবাড়ি এলাকায় জুয়ার আসরে হানা দিয়ে চার যুবককে জুয়া খেলার সামগ্রী ও নগদ টাকাসহ পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে। নাইট কার্ফুর সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশ উঠতি বয়সের যুবক জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে। এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএনজি ও লাইন গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ এসইউসিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। সিএনজি এবং পাইপলাইনে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করার ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে এসইউসিআই। বুধবার আগরতলা শহরে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। করোণা পরিস্থিতিতে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন বিপর্যস্ত ঠিক সেইসময়ে টি এন জি সি এল সিএনজি এবং বাড়িঘরে পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ করার ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

টি এন জি সি এলের এ ধরনের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এসইউসিআই। সিএনজি মূল্য প্রতি কেজিতে ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাইপলাইনে বাড়িঘরে গ্যাস সরবরাহ করার ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট

মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে এক টাকা। তাতে মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। অবিলম্বে জনস্বার্থবিরোধী এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

কৃষ্ণনগরস্থিত অফিসের সামনে তারা এদিন প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। তাদের দাবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিরাপত্তারক্ষীকে মারধরের ঘটনায় বিশালগড় হাসপাতালে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে বিজেপি মহিলা মোর্চা মন্ডল সভানেত্রীর ভাইয়ের তাণ্ডব ঘিরে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করার হুমকি দিয়েছে অভিনেত্রীর ভাই।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এক বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করার হুমকির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সংবাদপত্রে জানা গেছে বিশালগড় বিজেপি মহিলা মোর্চা মন্ডল সভানেত্রী পিংকি মন্ডল এর ভাই গোবিন্দ মন্ডল একটি বাইক নিয়ে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে যায়। বাইকটি হাসপাতালে মূল ফটকের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখার চেষ্টা করে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী রাজু মিয়া ওই যুবককে বাইকটি অন্যত্র রাখার কথা বলে। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিজেপি মহিলা মন্ডল সভানেত্রীর ভাই গোবিন্দ মন্ডল।

সে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। এমনকি তাকে মারধোর করতে উদ্যত হয়। এ নিয়ে বিশাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালতগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচি আরও দু'বছর চলবে

প্রস্তাব অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লী, ৪ আগস্ট।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত এবং স্বতন্ত্র পক্সো আদালত কর্মসূচি ২০২১-এর পয়লা এপ্রিল থেকে ২০২৩-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালু রাখার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এজন্য ১ হাজার ২৩ টি ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত এবং ৩৮৯ টি স্বতন্ত্র পক্সো আদালতের কাজকর্ম চালু রাখতে ১ হাজার ৫৭২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এর মধ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার ৯৭১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলি ৬০১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করবে। কেন্দ্রীয় খাতে খরচের অর্থ নির্ভয়া তহবিল থেকে যোগানো হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই কর্মসূচি ২০১৯-এর দোসরা অক্টোবর শুরু হয়েছিল।

সরকার সর্বদাই মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার গুরুত্বের বিষয়টিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' — এর মতো একাধিক কর্মসূচি শুরু করেছে। ১২ বছরের কম বয়সী বালিকাদের ধর্ষণ এবং ১৬ বছরের কম বয়সী মেয়েদের ওপর যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনাগুলি সারা দেশের বিবেকবোধে আঘাত হেনেছে। এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করতে সুদীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার অবসানে সুনির্দিষ্ট বিচার প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্বতন্ত্র এ ধরনের বিচার প্রক্রিয়ায় ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনাগুলির বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। পক্ষান্তরে, যৌন হেনস্থার শিকার মহিলারা দ্রুত আইনি সুরাহা পান।

এ ধরনের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে এবং বিচার প্রক্রিয়াকে আরও মজবুত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ফৌজদারি আইন (সংশোধন) ২০১৮ চালু করে। সংশোধিত এই আইনে ধর্ষণে অপরাধীদের জন্য মৃত্যুদন্ডের সংস্থান সহ কঠোরতম শাস্তির সংস্থান রয়েছে। এই বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে এবং বিচার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালতগুলি থেকে দ্রুত ন্যায়-বিচার পাওয়া যায় এবং বিচার প্রক্রিয়াও দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়। প্রচলিত আদালতগুলির তুলনায় ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালতগুলিতে মামলা নিষ্পত্তি হার তুলনামূলক ভালো। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার মহিলাদের দ্রুত ন্যায় বিচার পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি, এ ধরনের আদালতগুলি যৌন নিপীড়নে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিকেও সুনিশ্চিত করে।

বর্তমানে ২৮টি রাজ্যে ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত রয়েছে। বাকি, তিনটি রাজ্য মিলিয়ে ৩১টি রাজ্যে বিশেষ এই আদালত কর্মসূচি সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনকে সময়সীমার মধ্যে সুবিচারের অপেক্ষায় থাকা মানুষের কাছে ন্যায় বিচার পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গান্ধীগ্রামে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার, পরিবারের অভিযোগ হত্যাকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। এয়ারপোর্ট থানাধীন গান্ধীগ্রাম এলাকার দুগাংগি পাড়ার গভীর জঙ্গল থেকে মধ্য বয়স্ক এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার গান্ধী গ্রামের দুগাঙ্গি পাড়ার গভীর জঙ্গল থেকে বুধবার এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার সকালে স্থানীয় লোকজন জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করতে যান। লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা প্রচার বন্ধ পেয়ে উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেন। খুঁজতে গিয়ে তারা এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখেন। মৃত দেহে পচন ধরে গেছে। লাকড়ি সংগ্রহ করতে আসা লোকজন বিষয়টি স্থানীয় জনগণকে জানান। খবর দেওয়া হয় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশকে।

খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। জঙ্গল থেকে পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে। তার নাম প্রদীপ নয়। বাড়ি ওই এলাকাতেই। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সে ব্যাপারে অবশ্য এখনো পর্যন্ত বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি।

এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনতা মমলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। এদিকে, পুলিশি তদন্তে অসন্তুষ প্রকাশ করেছেন মৃত প্রদীপ নমঃর পরিবারের লোক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৮৬ ▫ ৫ আগস্ট ২০২১ ইং ▫ ১৯ শ্রাবণ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

পেগাসাস আতঙ্ক

একজন মন্ত্রী যখন শপথ নেন তখন তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিয়া থাকেন যে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তাঁহার দায়িত্ব পালন করিবেন। মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময় তিনি কোনও অশুভ শক্তিকে ভয় পাইবেন না কিংবা পছন্দের কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবেন না। এই পর্যন্ত খুব সুন্দর, কিন্তু সত্যভাষণের একটা অনুক্ত শপথও থাকে। এখানে সত্য মানে পূর্ণসত্য এবং তাহার মধ্যে সত্য ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।

বাছাই করা কিছু রাজনৈতিক নেতা, বিচারপতি, সাংবাদিক, নাগরিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, ছাত্র, ব্যবসায়ী, এবং হাজার মোবাইল ফোনের মালিককে 'সন্দেহভাজন ব্যক্তি'র তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এই কয়েক সহস্রের ভিতরে কয়েকশো মোবাইল ফোনে চোরাগোপ্তা স্পাইওয়্যার ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এছাড়া ফোনগুলি হ্যাকও করা হইয়াছে পেগাসাস নামক এক ম্যালওয়্যারের মাধ্যমে। গ্রিক পুরাণে পেগাসাস হল ডানাযুক্ত একটা ঘোড়া, ভারতীয় পুরাণের পক্ষীরাজের মতো। তাহার উৎপত্তি মেডুসা নামক এক দেবীর রক্ত থেকে। সে দেবতা জিউসের সেবক হইয়া তাঁহার জন্য প্রয়োজনমতো 'বজ্র ও বিদ্যুৎ' বইয়া আনিত। পেগাসাস এমন একটা রহস্যময় প্রাণী যে 'সবকিছু ঘটাইয়া ফেলিতে সক্ষম।

পেগাসাস ইহল ইজরায়েলের এনএসও গ্রুপের একটা সফটওয়্যার। এটা এখন ভারত সরকারের সেবক। সরকারের বিশেষ ক্ষমতা বলে যখন যাহাকে 'গ্রেপ্তার এবং আটক' করা প্রয়োজন সেটা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে এই পেগাসাস। উল্লেখ্য, এই জমানায় 'গ্রেপ্তার এবং আটক' জলভাত হইয়া গিয়াছে।ব্যাপারটাকে 'যুক্তির প্রিজম' দিয়া দেখিলে কিন্তু 'অবৈধ।

দেশপ্রেমিকের কর্তব্যের স্তুতে উন্নীত করা যাইতে পারে নজরদারিকে। যতক্ষণ সরকারের নজরদারির যথেষ্ট সংখ্যক সমর্থক থাকিবে, গোল্লায় যাইবে ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার। অনাসৃষ্টির যুগের পথে ভারতের যাত্রা রুখিবে কে? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মিলিতেছে না। দেশবাসী বিষয়টা নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কে রহিয়াছেন।

প্রয়াত মোহনবাগান সভাপতি টুটু বোসের স্ত্রী

কলকাতা,৪ আগস্ট (হি. স.): ফের খারাপ খবর খেলার ময়দানে। প্রয়াত মোহনবাগান সভাপতি টুটু বোসের স্ত্রী। বার্ধক্যজনিত কারণে বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শম্পা বসু।

বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন অসুস্থতায় ভুগছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি স্বপনসাধন বসু ওরফে টুটু বসুর স্ত্রী শম্পা বসু। চলছিল চিকিৎসাও। চিকিৎসার জন্য কলকাতার পাশাপশি দুবাইয়েও নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হয় তার। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। বুধবার প্রয়াত হলেন শম্পা বসু। মৃত্যুকালে টুটু বসুর স্ত্রীর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। টুটু বসুর স্ত্রীর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ময়দানে। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজপথে রিক্সা চালিয়ে প্রতিবাদ তৃণমূলের

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.) : একই করোনা আতঙ্কে নাস্তানাবুদ শহরবাসী। কিন্তু তারই মাঝে প্রতিনিয়ত দাম বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের। পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ফের পথে তৃণমূল। বুধবার কলকাতা পুরসভার ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডে রিক্সা চালিয়ে প্রতিবাদ তৃণমূলের। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও করোনা হানা পিছু ছাড়ছেনা শহরবাসীর। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। কিন্তু অপরদিকে প্রায় রোজই রাজ্য জুড়ে বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। এই পরিস্থিতিতে রিক্সা চালিয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামলেন কলকাতা পুরসভার ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর রতন দে। রতন দে নিজে রিকশা চালিয়ে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রতন দে বলেন, "" প্রতিনিয়ত পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফলে মানুষের অবস্থা শোচনীয়। ইতিমধ্যে পেট্রোল ও ডিজেল ১০০ টাকা পার করে গেছে। মানুষের পক্ষে আর সম্ভব নয় পেট্রোল ডিজেল কিনে গাড়ি চালানোর তাদের একমাত্র ভরসা এখন সাইকেল ও রিক্সা "" ।হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

পুলিশের চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.): কিছুদিন আগেই সরকারি নথি জল করে কসবার জাল ক্যাম্পে কেঁপে উঠেছিল শহরবাসী। জাল ভ্যাকসিন ক্যাম্প থেকে জাল স্যানিটাইজার নানা অভিযোগ উঠেছে শহরের বিরুদ্ধে। এরই মাঝে এবার খাস কলকাতায় ভুয়ো পুলিশ অফিসারের পরিচয়ে টাকা হাতানোর অভিযোগ। বুধবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পর্ণশ্রী থানার পুলিশে। শহরজুড়ে ক্রমাগত বাড়ছে প্রতারকদের প্রতারণা। প্রতারণার অভিযোগের মাঝেই এবার খাস কলকাতা ধরা পড়ল জাল পুলিশ অফিসার। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, কিছুদিন আগেই পর্ণশ্রী থানার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল এক ব্যক্তি পুলিশের পরিচয় দিয়ে টাকা হাতানোর। অবশেষে অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করল পর্ণশ্রী থানার পুলিশ। অভিযোগ ভুয়ো পুলিশ অফিসারের পরিচয় দিয়ে ওই ব্যক্তি পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে কয়েক লাখ টাকা হাতানোর।

পশ্চিমবঙ্গের বন্যা নিয়ে টুইট প্রধানমন্ত্রীর দফতরের

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.) : বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্র থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। এ ব্যাপারে টুইট করেছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)। এদিন পিএমও থেকে টুইটে লেখা হয়, "বুধবার প্রধানমন্ত্রী বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। রাজ্যের কিছু অংশে বাঁধ থেকে জল ছাড়ার কারণে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্র থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হাওড়ায় জল যন্ত্রণায় কপালে ভাঁজ এলাকাবাসীর

হাওড়া, ৪ আগস্ট (হি. স.) : গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে। আপনার না বৃষ্টিতে জল জমে যায় বিভিন্ন জায়গায়। বুধবার সকাল থেকেও শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত। জল যন্ত্রণায় চরম সমস্যায় হাওড়াবাসি। গত কয়েকদিন ধরেই জল যন্ত্রণায় নাকাল হাওড়া বাসি। অভিযোগ, দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়ার পর বন্যা পরিস্থিতি হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ও আমতায়। জলের তোড়ে ইতিমধ্যেই এক কিশোরীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। বাঁধ ভেঙে হু হু করে জল ঢুকছে গ্রামে। হাওড়ার জল যন্ত্রণায় মাথায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে স্থানীয়দের। এরই মাঝে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আমতায় পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আকাশপথে পরিদর্শন বাতিল হলেও সড়কপথে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ইংরেজি ব্যতিরেকে: মাতৃভাষায় পেশাদারী শিক্ষা

এম.বেঙ্কাইয়া নাইডু

প্রতিটি মহৎ পরিবর্তনই শুরু হয় একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ দিয়ে। সম্প্রতি ৮-টি রাজ্যের ১৪-টি কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষা বর্ষ থেকে কয়েকটি নির্বাচিত বিভাগে আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যক্রম চালু করার যে সিদ্ধান্তটি নেওয়া, হয়েছে তা দেশের বিদ্যায়তনিক চালচিত্রে এক ঐতিহাসিক মূহুর্তকে চিহ্নিত করছে যার উপর দাঁড়িয়ে আছে পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের ভবিষ্যৎ।

এক তুলনারহিত দৃষ্টান্ত হিসেবে 'সারা ভারত কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ" (এআইসিটিই) নতুন শিক্ষা নীতি (এনইপি)-এর সঙ্গেঁ সংগতি রেখে ১১-টি দেশীয় ভাষায় বি টেক পাঠ্যক্রমের কর্মসূচিকে অনুমোদিত করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্যময় পদক্ষেপ হিন্দি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, গুজরাটি, মালয়ালাম, বাংলা, অসমিয়া, পাঞ্জাবী ও ওড়িয়া ভাষায় বি টেক পাঠ্যক্রমের শিক্ষার্থীদের কাছে সুযোগের এক সামগ্রিক বিশ্বের দুয়ার খুলে দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 'জাতীয় শিক্ষা নীতি'(এনইপি)-এর প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে এই পদক্ষেপকে প্রশংসা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে এনইপি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপর যেভাবে জোর দিচ্ছে তা দরিদ্র, গ্রামীণ ও উপজাতি প্রেক্ষাপটের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস প্রোথিত করবে। গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, তিনি আরো বলেছেন, এমনকী প্রাথমিক শিক্ষাতেও মাতৃভাষাকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে একটি অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে এর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে- এই উপলক্ষে বিদ্যা প্রবেশ কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলিকে স্বাগত জানাতেই হবে এবং পরবর্তী কয়েক বছরে এগুলিকে জোরদার করা হবে যাতে কোটি কোটি ছাত্র-ছাত্রী তাদের মাতৃভাষায় পেশাদারী শিক্ষাগ্রহণে সক্ষম হয়। চমৎকার কথা হল, এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে এআইসিটিই কর্তৃক ৮৩,০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থীর উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, প্রায় ৪৪ শতাংশের মতো পড়ুয়া তাদের মাতৃভাষায় কারিগরি বিদ্যায় পড়াশোনা করার পক্ষে মতামত দিয়েছে, এটা কারিগরি শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাকে চিহ্নিত করছে। প্রগতিশীল এবং দিকদর্শী জাতীয় শিক্ষা নীতি(এনইপি) ২০২০ একেবারে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায় থেকে একজন পড়ুয়ার জন্য তার মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকারকে সুরক্ষিত করছে- শিশুর অধ্যয়নকে উন্নত করা এবং তার জ্ঞান মার্গকে সুচারু করার দিকটি এর উপরই বর্তাছে।

নানাবিধ সমীক্ষায় এটা প্রমানিত যেসব শিশু তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা নিতে পারে তারা তাদের গঠন পর্বে তুলনামূলকভাবে যারা একটি অপরিচিত ভাষায় শিক্ষা নেয় ওদের চেয়ে অনেক ভাল ফলাফল করতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের শিশু শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন 'ইউনেসকো' এবং অন্যান্য সংগঠন শিশুরা যাতে তারেদ সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মসম্মান ও আত্মপরিচিতিকে গড়ে তুলতে পারে সেজন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপর প্রাসঙ্গিকভাবেই গুরুত্ব আরোপ করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কতিপয় শিক্ষাদাতা ও অভিভাবক এখনো ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রশ্নাতীতভাবে অতিশয় গুরুত্ব দিচ্ছে, এর ফলে শিশুর মাতৃভাষা তার বিদ্যালয়ে 'দ্বিতীয়/তৃতীয় ভাষা'-য় পর্যবসিত হয়ে এক করুণ পরিণতি লাভ করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেন্নখ করা যেতে পারে মহান পদার্থবিজ্ঞানী ও নোবেল গুরস্কার বিজয়ী স্যর সিভি রমন বলেছিলেন, "আমরা অবশ্যই আমাদের মাতৃভাষায় কারিগরি বিদ্যার শিক্ষা দান করব। অন্যথায়, বিজ্ঞান হয়ে উঠবে একটি নাক উঁচু ব্যাপার। ওটা তখন আর এমন কার্যক্রম হবে না যাতে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে"। স্যর রমনের এই বাক্য একটি দৃষ্টান্তমূলক দিকদর্শন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যখন বাস্তবিক অর্থেই বিকশিত হচ্ছে, এবং কারিগরি বিদ্যা, ঔষধ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র ও মানবিক বিদ্যার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পাঠ্যক্রমের দূয়ার

খুলে দিচ্ছে, তখন আমরা অনাকাঙ্খিতভাবেই আমাদের নিজেদের জনগণকে এই সব জ্ঞান অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছি। বছরের পর বছর ধরে আমাদের এক বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর সামনে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে পথ অবরোধ করে চলেছি এবং আমরা আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি মাধ্যমের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বুঁদবুঁদ উদ্গীরণ করছি, অন্যদিকে আমাদের মাতৃভাষায় যখন কারিগরি ও পেশাদারি পাঠ্যক্রম চালু হচ্ছে, তখন আমরা নিজেদের ভাষার বিষয়ে হয়ে পড়ছি নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ।

উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যমে বৈশ্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ চর্চার প্রতি উপরিগত দিক থেকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি সে বিষয়ে অবগত হতে পারি। জি-টুয়েন্টি ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অধিকাংশ দেশ তাদের জনগনের দ্বারা ব্যবহৃত প্রধান ভাষায় শিক্ষা দান করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে এশিয়ার দেশগুলি কথা ধরা যেতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ৭০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কোরিয় ভাষায় শিক্ষা দিয়ে থাকে, যদিও তারা আন্তর্জাতিক স্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে উচ্চাকাঙ্খার অধিকারী। একটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয় সরকার অভিভাবকদের মধ্যে ইংরেজির প্রতি ক্রমবর্দমান উন্মাদনা লক্ষ্য করেও যেহেতু পুড়ুয়াদের মধ্যে কোরিয় ভাষায় দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, তাই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেনি পর্যন্ত ২০১৮ থেকে ইংরেজিতে শিক্ষাদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। একইভাবে, জাপানে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ পাঠ্যক্রম পড়ানো হয় জাপানি ভাষায়, এবং একই পরিস্থিতি চিনেও, ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠদানের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহৃত হয় মান্দারিন। ইয়োরোপে, ফ্রান্স ও জার্মানি, বিভিন্ন দেশ কীভাবে তাদের ভাষাগুলিকে সুরক্ষিত করছে, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছে।জার্মানিতে, যেখানে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের মাধ্যমে হল প্রধানত জার্মান, এমনকী এটা বিভিন্ন বিভাগীয় শিক্ষাতেও অনুসরণ করা হয়, এবং অবশ্যই স্বাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমের ৮০ শতাংশই পড়ানো হয় জার্মানিতে।

কানাডায় ভাষাগত বৈচিত্র থাকা সত্বেও দেশটি একটি স্বচ্ছ শিক্ষাদান পদ্ধতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। দেশটিকে একদিকে যখন ইংরেজি হল প্রধান শিক্ষাদানের মাধ্যম, অন্যদিকে কানাডার কুয়েবেক প্রদেশের অধিকাংশ জনগণ যেহেতু ফরাসী ভাষায় কথা বলে, তাই প্রদেশটির অধিকাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমে হল ফরাসী, উপরন্তু বহু বিশ্ববিদ্যালয়েও ফরাসী ভাষাই হল শিক্ষার মাধ্যম।

এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, এক চরম বিদ্রুপ হিসেবে ভারতে অধিকাংশ পেশাদারি পাঠ্যক্রম পড়ানো হয় ইংরেজিতে। বিজ্ঞান, কারিগতি বিদ্যা, ঔষধ ও চিকিৎসা শাস্ত্র এবং আইন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে চিত্রটি আরো বর্ণহীন ও হতাশাব্যঞ্জক যেসব ক্ষেত্রে দেশজ ভাষায় শিক্ষাদান একেবারেই অস্তিত্বহীন। সৌভাগ্যক্রমে, এখন আমরা আমাদের নিজেদের ভাষায় ভাব ব্যক্ত করতে শুরু করেছি। উচ্চশিক্ষায় দেশীয় ভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামনে বড় প্রতিবন্ধকতা হল উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব, বিশেষ করে কারিগরি ও প্রযুক্তির বিষয়ে, এ জন্য এই সমস্যাটি অবিলম্বে সমাধান করা জরুরী। একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল এই যে 'এ আই সি টি ই' এবং 'আইআইটি মাদ্রাজ'-এর মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে 'স্বায়ম'(ছ্যুঞ্জ্ঞ) পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন পুস্তক তামিল, হিন্দি, তেলেগু, কানাড়া, বাংলা, মারাঠি, মালয়ালম ও গুজরাটির মতো ৮-টি আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করার সাধুবাদযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটা কারিগরি বিদ্যার শিক্ষার্থীদের খুবই সহায়তা করতে এবং আসন্ন বছরগুলিতে ইংরেজি প্রভাবিত পাঠ্যক্রমকে আরো সাবলীলভাবে অনুবাদ করার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা যখন নিজেদের ভাষায় কথা বলতে চাই, তখন আমাদের মধ্যে অনেক সময় যে হীনমন্যতা কাজ করে তার মূল উৎপাটন করতে আসুন আমরা একযোগে কাজ করি। পরিশেষে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি একটি ভাষাকে অবহেলা করি, তাহলে আমরা শুধু জ্ঞানমার্গের একটি অমূল্য বিষয়কেই হারাব না, উপরন্ত আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও তাদের সাংস্কৃতিক শেকড়, মূল্যবান সামাজিক ও ভাষাগত ঐতিহ্য থেকেও বঞ্চিত করব।

আমি আশা করি আসন্ন বছরগুলিতে আরো বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যক্রম চালু করার জন্য উৎসাহী ও উদ্যোমী হবে। ভারত হল অপরিমেয় প্রতিভার ভূমি। আমরা অবশ্যই যুবকরা যাতে বিদেশী ভাষায় তাদের অদক্ষতার কারণে প্রতিবন্ধকতার মুখে না পড়ে সেজন্য তাদের সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম করে তুলব। এই প্রেক্ষাপটে ৮-টি রাজ্যের ১৪-টি কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে যেভাবে আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে সেই প্রয়াসকে অবশ্যই প্রশংসা করে সাধুবাদ জানাব।

(উল্লেখ্য: লেখক ভারতের মাননীয় উপর-রাষ্ট্রপতি)

জীবনের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র

শোভনলাল চক্রবর্তী

কে দেবে জীবনের সন্ধান? আসুন প্রথমেই চরিত্রগুলোর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক। পিন্টু, অটোচালক। প্রথমে একটা অটো চালাত, তারপর সেখান থেকে বেড়ে এখন ওর চারটে অটো। সোমপ্রকাশ, গৃহশিক্ষক। প্রথম দিকে বাড়িতে গিয়ে গিয়ে পড়াতো, এখন নিজের বাড়িতেই ব্যাচে পড়ায়। অজয়, সেলসম্যান। বিভিন্ন দোকানে কোম্পানির মাল পৌঁছে দেয়। নাড়ু, দোকানদার। প্রথমে চা, বিস্কুট, সিগারেট দিয়ে শুরু করে এখন অল্প পুঁজিতে মুদির দোকান চালায়। বাপি, ছোট ব্যবসাদার। গড়িয়াহাটে ফুটপাথে জামা কাপড়ের দোকান। বর্ণালী, ছোট একটা প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার। আজ এরা সবাই, না করোনা নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকে আক্রান্ত। অনেক পরিশ্রম করে এরা এদের বেঁচে থাকাটাকে একটু মসৃন করেছিল। বিশ্বায়নের হাওয়া এদের নৌকোর পালেও লেগেছিল। ফলে এরা এদের নিজেদের আর্থিক সীমার বাইরে পা রেখেছিল খানিকটা সাহস করে। যেমন পিন্টু তার মেয়েকে ভর্তি করেছে বাইপাসের ধরে এক বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। স্বপ্ন, মেয়েচা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বাবা হিসাবে এই স্বপ্ন তো সবাই দেখেন। একটু বাড়িতি পরিশ্রম করে পিন্টু স্কুলের মাইনেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সোমপ্রকাশ ইএমআই-এর সহজ জটিলতায় পা বাড়িয়ে কিনে ফেলেছে একটা বাইক, আর বর্ণালী কিনে ফেলেছে একটা স্কুটি। এখানে ওখানে যাওয়ার সুবিধা। কাঁহাতক ভালো লাগে ভিড় বাসের রোজকার ধাক্কাধাক্কি। ছেলেমেয়ে যেন বড় হয়ে তাঁদের মতো স্বল্প রোজগেরে না হয়, তার জন্য বেশি মাইনের গৃহশিক্ষক বা স্পোকেন ইংলিশ কোর্স বা কম্পিউটার কোর্সেও ভর্তি করে দিয়েছে অনেকে। আর বৃদ্ধ বয়সের ভবিষ্যৎ পোক্ত করার তাগিদে এলআইসি-র কোনও ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ফাটা বাঁশে পা দিয়ে বসে আছেন। প্রতি মাসের আয়ের টাকায় খুব সাবধানে ভারসাম্য রেখে এঁদের চলতে হয়। অধীরে আগ্রহে এরা দিন গোনেন মাসটা শেষ হওয়ার জন্য। সরকার বাহাদুর নিশ্চিতরূপে জানেন অর্থনীতির চাকাটা সচল রাখতে এদেরও কিন্তু এক ছটাক পরিমান হলেও ভূমিকা আছে। এখন সেই কথা কি অস্বীকার করা চলে? সকলের মতো এঁরাও কিন্তু এখন ঘরে বসে আছেন। এবং রোজগারহীন। এঁদের কি হবে । এঁরা কিন্তু চল্লিশ টাকা দামের মিনিকেট চালের সরু অভ্যাসে এখন অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। অব্যাস এঁদের এতই খারাপ হয়ে পড়েছে যে, মোটা চালরে ভাত খেলে এদের উদরে বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। ডালের পাশে একটুকরো মাছ অছবা কয়েক টুকরো মাংসের সবাটি অবস্থান এখন আর এদের কাছে কিন্তু বিলাসিতা মনে হয় না। যেমন বিলাসদ্রব্য মনে হয় না দশ-পনেরো হাজারের স্মার্ট ফোন। এখন কথা বল, মাসখানেক জুড়ে লকডাউন চললে এদের ব্যাংকে কি এত সঞ্চয় আছে যে মাসের পর মাস সংসারের জোয়াল বয়ে নিয়ে যেতে পারবেন? বারবেন দামি ওষুধের বিনিময়ে অসুস্থ বাবা মায়ের সুস্থতা কিনতে? হয়ত শেষ ঋণ করতে হবে। সেও তো পরে শোধ করতে হবে। এতো আর্থিক চাপ তাঁদের সীমিত রোজগার সহ্য করতে পারবে? এদেরতো অধিকাংশ অর্থ খরচ হয়ে যায় সংসার, ওষুধপত্র, ইএমআই, ছেলে মেয়ের স্কুল টিউশন খাতে। এবার দেখা যাক বৃহত্তর স্বার্থে সরকার কি করলেন। করোনা খাতে এক লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ সরকার ঘোষণা করেছে। এই সাহায্য আমাদের দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত কি না সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। এই সাহায্যের মধ্যে রয়েছে উজ্জ্বলা গ্রাহকরা, কৃষকরা, করোনা চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত মানুষ, একশ দিনের কাজের মজুরি বৃদ্ধি এবং দরিদ্রদের জন্য অন্ন যোজনা। প্রথমত, এই সাহায্য গুলো শেষ লোকটার কাছে পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত হবে কি করে? আমাদের ঘূণ ধরা রেশন ব্যবস্থার ওপর নির্ভির করে এত বড় কর্মসূচি দেশজুড়ে প্রয়োগ এক কথায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, রেশন থেকে চাল নামক যে দ্রব্যটি গরিবের ব্যাগে ঢোকে তার চেহারা আমাদের নেতা নেত্রীরা চোখে দেখেছেন বলে মনে হয় না। যাই হোক ওই 'সুখাদ্য' খেয়েই না হয় এযাত্রায় হতদরিদ্র মানুষ বেঁচে গেল। কিন্তু আমাদের ছয় চরিত্রের কি হবে? এদের পাশাপাশি আছেন এক বিপুল সংখ্যক শ্রমিক যারা উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। নোটবন্দি ও জিএসটি-র জোড়া ফলায় উৎপাদনে এমনিতেই চলছিল ভাঁটা। শ্রমিকরা সময় মত মাইনে পাচ্ছিলেন না। তাতে অবশ্য মালিক পক্ষের বিদেশ যাত্রা বা বড় কর্তাদের নতুন মডেলের গাড়ি কেনা ব্যহত হয়নি। এরপর বন্ধ হল চিন থেকে সস্তার কাঁচা মালের যোগান। মুখ থুবড়ে পড়ল উৎপাদন, লকডাউন ষোলকলা পূর্ণ করল। শ্রমিকদের মাইনে বন্ধ। মালিক পক্ষ যে যার ফার্ম হাউসে ফুর্তিরত। কোম্পানির হাতে গোনা দু'চার প্রভু ভক্তের একাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে টাকা। বাকিদের জন্য কাঁচকলা। এমন অবস্থায় খিদে অসহ্য হয়ে উঠলে শেষ পর্যন্ত মান সম্মান খুইয়ে ওই অন্ন যোজনার লাইনে গিয়ে হয়ত দাঁড়াতে হবে এঁদের। এমন অবস্থায় এদের কে উদ্ধার করবে? সমাজে সুবিধা যাদের হাতে থাকে, তারা সেই সুবিধা টিকিয়ে রাখার জন্য লড়ে যাবে, এটা স্বাভাবিক। সেই ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে, সেই সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজটা রাজনীতির। দুনিয়াব্যাপী রাজনীতি সেই জনমত তৈরির কাজে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনীতির মোড় ফেরাবার সুযোগ ইতিহাসে মাঝেমধ্যে আসে—আজ আমাদের সামনে সেই সুযোগ এসেছে। ধনতন্ত্রের অবৈধতা এমন স্পষ্টভাবে শেষ করে ফুটে উঠেছে মনে পড়ে না। প্রশ্ন হল, এই সুযোগটা কিভাবে ব্যবহার করবে তারা, যাদের মাস মাইনে বন্ধ, ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত? যেমন চলছে তেমনি চলতে দেবে—শুধু আর একটু দাবিদাওয়া আদায়ের চেষ্টা করবে,নাকি তর্জনী তুলে বলবে—রাখো তোমাদের মিথ্যা বৃদ্ধির হার, সবার আগে উৎপাদনের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা হোক। হেরে যাওয়ার যাদের ভবিতব্য বলে ধরে নিয়েছি, ভাগ্যের চাকা একটু এদিক ওদিক হলে আমরা সবাই যে সেই দলেই এটা বোঝার সময় এসেছে। ধনতন্ত্রের অন্তহীন ভয়াবহতা যে আসলে তার বন্টনের অসাম্য—এ কথা আজ না বুঝলে আর কবে বুঝবে? আজ দেশের সংকটকালে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে এসে হাল ধরতে হবে। প্রয়োজনে নিত্যদিনের চাহিদা মেটানোর জন্য ফিরতে হবে সমবায় চাষ ব্যবস্থায়। গণবন্টন ব্যবস্তা সুদৃঢ়, করে খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানি পৌঁছে দিতে হবে ঘরে ঘরে। পরিষেবা, বীমা নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার। সে ক্ষেত্রে অতি আবশ্যক লকডাউন চলাকালীনও সচল থাকবে উৎপাদন প্রক্রিয়া।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের পতিকৃৎ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

দিপীল পাল

গণিত শাস্ত্রকে বলা হয়, বিজ্ঞানের সব শাখার জননী। বস্তুত, গণিত ছাড়া বিজ্ঞান তো দূরস্ত, কোনও কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যায় না। আর্থিক পরিকল্পনা, জনসমষ্ঠি, সমাজের বিকাশ এমনকি মহামারী ব্যাখ্যা করতেও সেই বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নিতে হলে দ্বারস্থ

বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাত করেন এসএফআই-এর প্রতিনিধিরা। ছবি ঃ নিজস্ব

ভারত থেকে ৫০ হাজার টন সিদ্ধ চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৪ আগষ্ট।। ভারত থেকে ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার মেট্রিক টন নন-বাসমতি সিদ্ধ চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

বুধবার (৪ আগস্ট) দুপুরে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি ২০তম অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত সভা ও ২৬তম সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে বিকেলে অনলাইন ব্রিফিংয়ে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি জানান, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাদ্য অধিদফতর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ৫০ হাজার মেট্রিক টন নন-বাসমতি সিদ্ধ চাল ভারতের এম/এস বাগাদিয়া ব্রাদারস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে ১৬০ কোটি ২২ লাখ ১১ হাজার ২০০ টাকায় কেনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। প্রতি মেট্রিক টন চালের দাম পড়বে ৩৭৭.৮৮ ডলার। এছাড়া খাদ্য অধিদফতর থেকে ৩২০ কোটি ২৩ লাখ ৪৯ হাজার ৪০ টাকায় চাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি সাইলো কেনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনে সড়ক ও জনপথ অধিদফতর থেকে 'ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর-ডব্লিউডি-০৫'-এর পূর্তকাজ যুক্তভাবে রিলায়েবল বিল্ডার্স লিমিটেড এবং আবেইদ মনসুর কন্সট্রাকশনের কাছ থেকে ১৪৫ কোটি ৪৯ লাখ ৮৬ হাজার ১৩ টাকায় ক্রয় প্রস্তাব পুনর্মূল্যায়নের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) থেকে কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডের (কাফকো) কাছে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ১১১ কোটি ৫৯ লাখ ২৪ হাজার ৪৩৭ টাকায় কেনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) থেকে টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেডের জন্য ১০ হাজার মেট্রিক টন (৫) ফসফরিক এসিড ৫৭ কোটি ৩৩ লাখ ৯৫ হাজার ৫১০ টাকায় কেনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়া গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদফতর থেকে 'ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ'-এর চারটি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী।

ভারতের সঙ্গে সীমিত আকারে প্লেন চলাচল করতে চায় বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৪ আগষ্ট।। ভারতের সঙ্গে সীমিত আকারে প্লেন চলাচল করতে চায় বাংলাদেশ। এ বিষয়ে ভারতকে প্রস্তাব দেওয়া হবে। ভারত সম্মতি দিলেই প্লেন চলাচল শুরু হবে। বুধবার (৪ আগস্ট) সিভিল অ্যাভিয়েশনের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পররাষ্ট্র সচিব (পূর্ব) মাশফি বিনতে শামস সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সিভিল অ্যাভিয়েশনের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ভারতকে চিঠি দেবো। সপ্তাহে আমরা অন্তত দু"একটি ফ্লাইট চলাচল শুরু করতে চাই। ভারত সম্মতি দিলেই প্লেন চলাচল শুরু হবে। তিনি জানান, ফ্লাইট চালু হলে স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশে যেসব বিধি-নিষেধ রয়েছে, বিমানবন্দরেও সেসব বিধি-নিষেধ চালু থাকবে। করোনার কারণে গত বছর দুই দেশের মধ্যে বিমান যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর গত বছর অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে এয়ার বাবল চালু করা হয়। তবে চলতি বছর ফের করোনা বাড়ায় ভারত সব আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করে।

দয়া করে সংসদকে মাছ বাজারে পরিণত করবেন না, ডেরেকের নিন্দায় নকভি

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): "পাপড়ি চাট" মন্তব্যের জন্য তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েনকে তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি। ডেরেকের উদ্দেশে নকভি বলেছেন, 'আপনি যদি সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ করেন, এই ধরনের কার্যকলাপ আপনাদের স্বার্থে নয়, আমাদের স্বার্থেও নয়। সংসদের ঐতিহ্যের স্বার্থেও নয়।'

গত সোমবার টুইট করে ডেরেক প্রশ্ন করেন, 'দেশের সংসদে আইন পাশ হচ্ছে, না পাপড়ি চাট বানানো হচ্ছে!' এই মন্তব্যের জন্য ইতিমধ্যেই ডেরেকের নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি বলেছেন, 'যদি পাপড়ি চাট নিয়ে তাঁর অ্যালার্জি থাকে, তাহলে ফিশ কারি খেতে পারেন, কিন্তু দয়া করে সংসদকে মাছ বাজারে পরিণত করবেন না। দুর্ভাগ্যবশত, যেভাবে ষড়যন্ত্র করে সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ করা হচ্ছে, এমনটা আগে কখনও হয়নি।'

আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.) : আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। পাশাপাশি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। বুধবার এমনটাই পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, বঙ্গোপসাগরের উপরে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প রয়েছে। তাতেই বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হচ্ছে এবং বাতাসের আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। তাতেই অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে আগামী ২৪ ঘণ্টায়। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রধানত মেঘলা আকাশ থাকবে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াতে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে। পাশাপাশি, কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। অন্যদিকে, ভারী বৃষ্টিতে ভাসছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে পড়েছে। ঘর ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন দুর্গতরা। এদিন বানভাসি এলাকা পরিদর্শন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

নিউটাউন কাণ্ডে জারি এবার গ্রেফতার শুটিং কো-অর্ডিনেটর

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.) : নিউটাউনের পর্ন ছবি কাণ্ডে আরও একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম শৌভিক মুখোপাধ্যায়। শুটিং কো-অর্ডিনেটর হিসাবে কাজ করত সে। বেলেঘাটা থেকে নিউটাউন থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাকে। এই নিয়ে পর্ন কাণ্ডে মোট ৫ জনকে গ্রেফতার করা হল।

সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরে মডেল জোগাড়ের কাজ করে আসছিল শৌভিক। মডেলিংয়ে আগ্রহী মহিলাদের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ করে তার পর ধীরে ধীরে তাঁদের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি করত। পরে পর্ন ছবিতে কাজে লাগানো হত ওই মডেলদের। এভাবেই শৌভিককে জেরা করে আরও কেউ জড়িত কিনা, তা জানা যাবে বলেই আশাবাদী তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, এর আগে মঙ্গলবার পুলিশের জালে ধরা পড়ে পর্ন ছবির 'নায়ক'। হাওড়ার দাশনগর থেকে স্নেহাশিস বল নামে ওই অভিনেতাকে গ্রেফতার করে নিউটাউন থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, একাধিক পর্ন ছবিতে অশ্লীল ভিডিও শুটে অভিনয় করত সে। পরিচালক নন্দিতা এবং মৈনাকদের সঙ্গে বছরখানেক ধরে কাজ করেছে। টেলিভিশন চ্যানেলে পুলিশি তদন্তমূলক ধারাবাহিকে অভিনয় করত স্নেহাশিস।

সূত্রের খবর, অভিনয় সূত্রেই তার সঙ্গে অশ্লীল ভিডিওর দুই পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তারপরই নন্দিতা-মৈনাকের তরফ থেকে প্রোমোশনাল ভিডিও শুটের প্রস্তাব তাকে দেওয়া হয়। মোটা পারিশ্রমিকও পায়। তারপর থেকে একাধিক অশ্লীল ভিডিও শুটে জড়িয়ে পড়ে স্নেহাশিস। ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হত তাকে।এক মহিলার অভিযোগ, রোম্যান্টিক দৃশ্যের নামে ডেকে হোটেলের ঘরে নগ্ন ভিডিও শুট করা হত। সেই ভিডিওতেই নায়কের ভূমিকায় থাকত স্নেহাশিস। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতেই স্নেহাশিসের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। শেষমেশ তাকে হাওড়ার দাশনগর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নিখোঁজ ভারতীয় যুবক তিন বছর পর ঢাকায় উদ্ধার

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৪ আগষ্ট।। ভারত থেকে বাংলাদেশে এসে তিন বছর আগে নিখোঁজ হওয়া এক যুবককে ঢাকায় উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। সিআইডির একটি বিশেষ দল বুধবার বাংলাদেশের আশুলিয়ার উত্তর চারাবাগ এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করে।

সুশান্ত বর্মন (২৮) নামের এই যুবক ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানার শ্রীরামপুর গ্রামের মিনা বর্মনের ছেলে। তবে সুশান্ত বর্মন অপহরণের শিকার হয়েছিলেন নাকি আত্মগোপন করেছিলেন তা তদন্তের পর জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

দিনাজপুর সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার পঙ্কজ কুমার রায় বলেন, মিনা বর্মন বাংলাদেশে এসে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে দিনাজপুরের আদালতে অভিযোগ করেন যে তার ছেলে সুশান্ত বর্মনকে দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলা থেকে অপহরণ করা হয়েছে। সুশান্ত বর্মন ওই সময় তার পিসার বাড়ি ছিলেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়। পঙ্কজ কুমার রায় আরও জানান, দিনাজপুর আদালতে করা ওই মামলার তদন্ত ভার সিআইডির উপর দেওয়া হয়। সিআইডি তিন বছর পর সুশান্তকে আশুলিয়ার উত্তর চারাবাগ এলাকা থেকে উদ্ধার করে।

সিআইডি কর্মকর্তা বলেন,সুশান্ত ইব্রাহিম নাম ধারণ করে ঢাকায় আত্মগোপন করে ছিল। সে ভারত থেকে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে নাকি অপহরণের শিকার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদসহ তদন্ত চলছে।

৬৫ বেড়ে ২৩,৩৬০ জনের মৃত্যু, পাকিস্তানে করোনা-মুক্ত ৯.৪০-লক্ষাধিক

ইসলামাবাদ, ৪ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে আবারও বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, পাকিস্তানে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৯৫০ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৬৫ জনের। পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৩,৩৬০ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,০২৯,৮১১ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ৪০ হাজার ১৬৪ জন। বুধবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৯৫০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬৫ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০২৯,৮১১। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৬,২৮৭। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট বেড়ে গিয়ে ৮.৪৬ শতাংশে পৌঁছেছে।

৮ আগস্ট পর্যন্ত কর্ণাটকে ভারী বৃষ্টির শঙ্কা, জারি সতর্কতা

বেঙ্গালুরু, ৪ আগস্ট (হি.স.): আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত কর্ণাটকের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া দফতর। আইএমডি বেঙ্গালুরুর পক্ষ থেকে ডিরেক্টর সি এস পাটিল জানিয়েছেন, '৪-৮ আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণ কর্ণাটক ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, এই সময়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে উত্তর কর্ণাটকের অভ্যন্তরে। আইএমডি বেঙ্গালুরুর ডিরেক্টর সি এস পাটিল আরও জানিয়েছেন, ৪-৮ আগস্ট কর্ণাটকের উপকূলে ভারী বৃষ্টি হবে। উত্তর কন্নড়, উদুপি, দক্ষিণ কন্নড়, শিবমোগা, চিক্কামাগালুরুতে ৪,৫ ও ৬ আগস্ট হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৮২৬

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই কিছুটা কম রয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে রাজ্যবাসীকে আতঙ্ক দিয়ে ফের রাজ্যজুড়ে বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৮২৬ জন। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৮২৬ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৩০,৮৫০। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,১৮০। অপরদিকে একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৩৮। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,০১,৯২৫। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.১১। অপরদিকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১০,৭৪৫। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে আইসিসিইউ-তে বর্ষীয়ান সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.) : শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহকে মঙ্গলবার সন্ধেয় আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়।জানা গিয়েছে, শ্বাসকষ্টজনিত কারণেই হাসপাতালে 'ঋজুদা'র শ্রষ্ঠা। ৮৫ বছরের কিংবদন্তি সাহিত্যিকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন বাংলার সাহিত্য মহল থেকে তাঁর অগণিত অনুরাগী। দীর্ঘ লড়াইয়ে মারণ করোনাকে জয় করেছিলেন আগেই। কিন্তু ফের অসুস্থ। গত রবিবার থেকেই শহরের একটি হাসপাতালে ভরতি তিনি। তাঁর অবস্থার কিছুটা অবনতি হয়েছে বলে খবর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শ্বাসকষ্ট ছাড়াও তাঁর মূত্রনালীতেও সংক্রমণ রয়েছে। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে চারজন চিকিৎসকের একটি দল। আরও একবার করা হয়েছে করোনা পরীক্ষাও। যদিও সেটির রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।চলতি বছর এপ্রিলেই করোনা থাবা বসিয়েছিল তাঁর শরীরে। প্রথমে শহরের একটি হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। তবে পরে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল। এক মাসেরও বেশি সময় তাঁকে ভরতি থাকতে হয় সেখানে। তাঁর পাশাপাশি কোভিড আক্রান্ত হন তাঁর মেয়ে এবং গাড়িচালকও। মে মাসে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন বর্ষীয়ান সাহিত্যিক। বলেছিলেন, 'আমি এখনই ফুরিয়ে যাব না।' কিন্তু শ্বাসকষ্টের কারণে ফের তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করতে হল।

অসম : ভুয়ো কৃষক প্রসঙ্গে উত্তাল বিধানসভা অখিল গগৈকে শিষ্টাচার বজায় রাখার পরামর্শ অধ্যক্ষের

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : ভুয়ো কৃষক প্রসঙ্গে আজ বিধানসভাকে উত্তাল করে তুলেন বিরোধী কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, সিপিআইএম এবং রাইজর দলের একমাত্র বিধায়ক অখিল গগৈ।

আজ বুধবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের জিরো আওয়ারে অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের। ফলে ৪০ মিনিটের জন্য বিধানসভার কার্যক্রমণিকা মুলতবি রাখতে হয়েছিল অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারিকে। সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতণ্ডার আগে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী কৃষক নিধি প্রকল্পে ভুয়ো কৃষক সম্পর্কিত দুর্নীতি প্রসঙ্গে বিধানসভাকে উত্তাল করে তুলেন বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া ভুয়ো কৃষক কেলেংকারির তদন্ত সিবিআইকে দিয়ে করানোর দাবি তুলেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রী অতুল বরার কাছে সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে বিরোধীরা হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে বিধানসভার ভিতরে প্রতিবাদ-মুখর হয়ে ওঠেন। অশান্ত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু সদা-মুখর রাইজর দলের একমাত্র বিধায়ক অখিল গগৈ কৃষি মন্ত্রী ভুল তথ্য দিচ্ছেন বলে দাবি তুলে হুলস্থুল সৃষ্টি করেন।

অখিল গগৈ এই দাবি তুলে যখন সোচ্চার, তখন কেন তিনি প্রতি মুহূর্তে ঝগড়া এবং বিবাদ সৃষ্টি করতে উদ্যত হন বলে পাল্টা প্রশ্ন করেন অধ্যক্ষ দৈমারি।

অখিল গগৈকে উদ্দেশ্য করে অধ্যক্ষ বলেন, মন এবং চরিত্র ভালো বলেই জনসাধারণ বিধায়কদের নির্বাচিত করেন। বিধানসভায় কোনও অভদ্র সদস্য আছেন, তা তিনি বিশ্বাস করেন না, বলেন ক্ষুব্ধ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। তিনি বিধানসভার গরিমা বজায় রেখে সমস্যাবলি উত্থাপন করে সমাধান করতে সরকারকে সহায়তার আবেদন জানান। উত্তেজিত অখিল গগৈকে বিধানসভার মর্যাদা শিষ্টাচার সম্পর্কে আরও সংস্কারিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে ঝেড়েছেনও অধ্যক্ষ দৈমারি।

অসম : শিলচর-সৌরাষ্ট্র সড়কের নৃরিমবাংলো-হারাঙ্গাজাও অংশ অবিলম্বে সংস্কারের দাবি ছাত্র ইউনিয়নের

হাফলং (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা এবং জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশ অবিলম্বে সংস্কারের দাবি জানিয়েছে অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। আজ বুধবার অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি উত্তম লাংথাসার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা ও জাটিঙ্গা থেকে মিয়াংক্রো পর্যন্ত অংশ পরিদর্শন করে রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

ছাত্র সংগঠনটির সভাপতি উত্তম লাংথাসা বলেন, ডিমা হাসাও জেলার মানুষের জন্য এই রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই রাস্তা দিয়েই ডিমা হাসাও জেলার মানুষ প্রতিনিয়ত গুয়াহাটি তথা বহিঃ রাজ্যে যাতায়াত করেন। তাছাড়া চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক পথ। এমন-কি দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলা, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরামের মানুষের জন্যও এই সড়ক পথটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে সড়কের অবস্থা সম্পূর্ণ বেহাল হয়ে পড়েছে। নৃরিমবাংলা থেকে জাটিঙ্গার মধ্যবর্তী এস টার্নিংয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই অংশ দিয়ে ছোট যানবাহন চলাচল করার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

তিনি বলেন নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার অংশ সংস্কারের জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই) ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার পরও সড়কটি সংস্কারে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না নির্মাণ সংস্থা। অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি বলেন, নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা ও জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৪৯ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রত্না ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড নির্মাণ সংস্থাকে। কিন্তু এই নির্মাণ সংস্থা ঠিকাভিত্তিক ৪৯ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজ শিলচরের লক্ষ্মী মোটর্সের হাতে তুলে দিলে সড়ক সংস্কারের কাজ এগোয়নি বলে অভিযোগ করেন উত্তম লাংথাসা।

তাই তিনি নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা ও জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশের সড়ক সংস্কারের কাজ অবিলম্বে শেষ করার দাবি জানান। তাছাড়া জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের শীর্ষ আধিকারিকরা নির্মাণস্থলে এসে সড়ক সংস্কারের কাজ তদারকি করতে জোড়ালো দাবি জানিয়েছেন অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি।

এদিকে লক্ষ্মী মোটর্সের প্রজেক্ট ম্যানেজার কৃষ্ণা ডোরা জানান, গত ৩০ জুন এই সড়ক সংস্কারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবু তাঁর নির্মাণ সংস্থা সড়কটি মেরামতি করে চলছে। যাতে এই পথ দিয়ে চলাচলকারী যাত্রীদের কোনও সমস্যা না হয়। প্রজেক্ট ম্যানেজার আরও বলেন, এস টার্নিংয়ের বেহাল অবস্থা নিয়ে নাহাই-কে স্থায়ী সমাধান খুঁজতে হবে। কারণ ওই অংশে প্রবল ভূতাত্ত্বিক সমস্যা রয়েছে। তাই এর স্থায়ী সমাধান বের করে সড়ক নির্মাণের কাজ করতে হবে। তবে এস টার্নিংয়ের ওই অংশ দিয়ে যানবাহন চলাচল যাতে বন্ধ হয়ে না পড়ে, সে ব্যাপারে নির্মাণ সংস্থা সংস্কারের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

তবে লক্ষ্মী মোটর্সের প্রজেক্ট ম্যানেজার সড়কপথটি সংস্কারের সময়সীমা ৩০ জুন পার হয়ে গেছে বলে জানালে নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা ও জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৪৯ কিলোমিটার অংশের সড়ক সংস্কারের জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সড়ক সংস্কারের কাজ ৫০ শতাংশ এগোয়নি বলে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করেছেন।

অসম : গম চাষির হাত থেকে ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত মহিলা কৃষি আধিকারিক

মঙ্গলদৈ (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : জনৈক গম চাষির হাত থেকে উৎকোচ নিতে গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছে জনৈক মহিলা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিককে। আজ বুধবার দরং জেলার দলগাঁও খারুপেটিয়ায় নিয়োজিত কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক জ্যোতিরেখা দাসকে হাতেনাতে ধরেছেন দুর্নীতি দমনের আধিকারিকরা। ধৃত জ্যোতিরেখার বিরুদ্ধে এর আগেও বেশ কয়েকবার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে এপিএসসি কেলেংকারি সংক্রান্ত এক মামলা রুজু রয়েছে গুয়াহাটির ভাঙাগড় থানায়।

জানা গেছে, জনৈক জয়নাল আবেদিন নামের গম চাষির কাছে ১৫ হাজার টাকা দাবি করেছিলেন জ্যোতিরেখা দাস। এই টাকার বিনিময়ে তিনি আবেদিনের উৎপাদিত গম এনএএফইডি সহ অন্যান্য সংস্থার কাছে বিক্রি করা হয়েছে প্রমাণপত্র (অবশ্যই ভুয়ো) দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনওভাবে দুর্নীতি দমন শাখার কাছে খবর পৌঁছে যায়।

ওই খবরের ভিত্তিতে মহিলা কৃষি আধিকারিককে জালে তুলতে কৌশল রচনা করেন দুর্নীতি দমনের অফিসাররা। সে অনুযায়ী আজ জয়নাল আবেদিন তাঁর হাতে দাবি অনুযায়ী টাকা দিতে এসেছিলেন। সে সময় দুর্নীতি দমন শাখার ডিএসপি মৈত্রেয়ী ডেকার নেতৃত্বে ১৮ জনের দল জ্যোতিরেখা দাসকে মঙ্গলদৈয়ের শান্তিপুরে তাঁর ভাড়াবাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে।

এদিকে এ ব্যাপারে জেলা কৃষি আধিকারিক জ্যোতিষ নাথের কাছে তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোনও কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক এ ধরনের কোনও প্রমাণপত্র দিতে পারেন না, এটা তাঁর এক্তিয়ারে পড়ে না। কিন্তু জ্যোতিরেখা দাস নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে এ ধরনের অপকর্ম করতে চেয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন (এপিএসসি)-এর 'টাকার বিনিময়ে চাকরি' কেলেংকারির সঙ্গে ধৃত জ্যোতিরেখা দাসের নাম জড়িত রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে গুয়াহাটির ভাঙাগড় থানায় ১৫৯/২০১৭ নম্বরে মামলা রুজু আছে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রকে ব্রাত্য রেখেই কর্ণাটকে গঠিত নয়া মন্ত্রিসভা

বেঙ্গালুরু, ৪ আগস্ট (হি.স.) : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার ছেলে তথা কর্ণাটকে রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি বি ওয়াই বিজয়েন্দ্রকে ব্রাত্য রেখেই কর্ণাটকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই নিজের মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।প্রসঙ্গত, বি এস ইয়েদুরাপ্পারছোট ছেলেকে ঘিরে বহুদিন ধরেই কর্ণাটকের বিজেপির অন্দরে নানান ক্ষোভ ছিল যার পর মসনদ থেকে সরতে হয়েছে ইয়েদুরাপ্পাকে। এদিকে, ইয়েদুরাপ্পার গমনেও তাঁর ছেলে বিজয়েন্দ্রর ঠাঁই হল না বিজেপির নতুন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাইয়ের মন্ত্রিসভায়।

বুধবার বিকেলে রাজ্যে শপথ নেন নতুন ২৯ জন মন্ত্রী। বি এস ইয়েদুরাপ্পাকে সরিয়ে কর্নাটকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ব

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

তারকাদের নয়া গন্তব্য

নুসরাত ফারিয়া,আরিফিন শুভ, পূজা চেরি বড় পর্দার বাইরে অন্য মাধ্যমে একসময় কাজ করতে চাইতেন না সিনেমার তারকারা। সেই জায়গায় এখন ভাগ বসাচ্ছে ওটিটি। কেউ কেউ এখন সিনেমার চেয়ে ওয়েব সিরিজ বা ফিল্মে অভিনয়ের প্রস্তাব পাচ্ছেন বেশি। করোনার কারণে অর্ধশতাধিক ছবির মুক্তি আটকে আছে। এসব ছবি মুক্তি পাওয়ার আগে সামনে নতুন ছবি কম তৈরি হওয়ার আশঙ্কা আছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী ওয়েবের জোয়ারে পাল্টে যাচ্ছে দর্শকের রুচি। ফলে তারকারাও চলচ্চিত্রের বাইরে ওটিটিতে অভিনয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

ইতিমধ্যে আরিফিন শুভ, বিদ্যা সিনহা মিম, পরীমনি, সিয়াম, মাহিয়া মাহী, নুসরাত ফারিয়া, পূজা চেরিসহ একাধিক সিনেমার অভিনয়শিল্পী ওয়েবে নাম লিখিয়েছেন। নিয়মিত ওয়েবে কাজের প্রস্তাব পাচ্ছেন তাঁরা।

চলচ্চিত্র অভিনেতা আরিফিন শুভ ভারতের জি ফাইভের কন্ট্রাক্ট ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছিলেন আরিফিন শুভ। তিনি জানালেন, করোনা না থাকলে ওয়েবে তাঁর উপস্থিতি আরও তিন গুণ বাড়ত।

তিনি বলেন, 'সারা বিশ্বের দর্শক এখন ওটিটিতে সিনেমা দেখছেন। এটার রেশ দেশেও পড়বে। আমি নিজেই নিয়মিত ওটিটির কনটেন্ট দেখি। এটার চাহিদা দেশেও বাড়ছে। দুই বছর আগে যেখানে ৭০ ভাগ সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছি, সেই জায়গায় এখন প্রস্তাবটা সমান সমান। ভালো প্রস্তাব পেলে দুই মাধ্যমেই সমানতালে কাজ করতে আপত্তি নেই। সিনেমার টিকে থাকার জন্য আমাদের ভালো গল্পের সিনেমা এবং হলসংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।' বিদ্যা সিনহা মিমছবি: ইনস্টাগ্রাম নীল দরজা দিয়ে ওয়েভে পা রাখেন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। পরে বিউটি অ্যান্ড বুলেট সিরিজে অভিনয় করেছেন। তিনি মনে করেন, 'কাজ শেষে হলে অন্যান্য দেশের মতো আমাদেরও সেটা নিয়ে দর্শকের কাছে যাওয়াটা জরুরি। এখন কেউ কোনো কাজ দেখার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করবে না। সেখানে ওটিটির গুরুত্ব দিন দিন বাড়বে। দীর্ঘদিন ধরে করোনার কারণে তাঁর দুটি সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় আছে। এমন অবস্থায় প্রযোজকেরা নতুন করে বিনিয়োগের ঝুঁকিতে আছেন।

তিনি বলেন, 'আমি তো বছরে খুব বেশি সিনেমায় অভিনয় করি না। এখন সিনেমার সংখ্যা আরও কম হচ্ছে। বিনিয়োগ ফিরে না পেলে তো কেউ নতুন করে আর সিনেমায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে না। এদিকে করোনায় হল বন্ধ। এখন যে প্রস্তাব পাচ্ছি, তার বেশির ভাগ ওটিটি। খুব শিগগির দুটি ওটিটির কাজের ব্যাপারে জানাতে পারব।'

নুসরাত ফারিয়াছবি: ফেসবুক

'যদি কিন্তু তবুও' ওয়েব ফিল্মে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। তার পর থেকে একাধিক প্রস্তাব পেয়েছেন এই অভিনেত্রী। এখন ৫০ ভাগই ওয়েবের জন্য প্রস্তাব পান। তিনি বলেন, 'সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে না। এখন অভিনয়শিল্পীরা বসে থাকবেন না। অভিনয়ের সুযোগ আছে এমন মাধ্যমে কাজ করবেন। আমি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য অনেক প্রস্তাব পেয়েছি। চুক্তিও করেছি। কিন্তু করোনার পরিকল্পনা পিছিয়ে যাচ্ছে। বেশির ভাগ গল্পই ভালো না লাগায় করছি না। সব মাধ্যমেই আমি কাজ করতে চাই।' পূজা চেরি। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

ওয়েবের প্রতি অভিনেত্রী পূজা চেরির তেমন কোনো ঝোঁক ছিল না। বড় পর্দার নায়িকা হয়েই ক্যারিয়ার এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। ওটিটির গল্প ফিরিয়ে দেওয়া এই অভিনেত্রীই এই বছর প্রথম ওয়েব সিরিজ প্যারাসাইকোলজিতে কাজ করেছেন। এ ছাড়া হাতে যেসব চিত্রনাট্য এবং প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলোর বেশির ভাগই ওয়েবের জন্য। তিনি বলেন, 'অনেক সিনেমা আটকে আছে। করোনার শুরু থেকে মানুষ অনেকটাই ঘরবন্দী। এই সময়ে দেশের অনেক মানুষ ওটিটি দেখে অভ্যস্ত হচ্ছেন। বিনিয়োগকারীরাও সেভাবেই হলের বিকল্প চিন্তা করছেন। যে কারণে হয়তো ওয়েবের জন্য বেশি প্রস্তাব পাচ্ছি।'

তবে বড় পর্দায় যেন নিজেকে খুঁজে পান সিয়াম। বড় আয়োজনের সিনেমাগুলোতে অভিনয়ে অন্য এক আমেজ থাকে। উপস্থাপন, অভিনয়, ক্যামেরার কাজ, শব্দের কাজ, পুরো আয়োজন ও খুঁটিনাটি বিভিন্ন কিছু মিলিয়ে দর্শককে অন্য রকম একটা অনুভূতি দেয় সিনেমা। সেটার সঙ্গে অন্য কোনো প্রচারমাধ্যমকে তুলনা করতে চান না এই অভিনেতা। সম্প্রতি চরকিতে প্রচারিত হয়েছে তাঁর অভিনীত ওয়েব সিরিজ মরীচিকা। সেটা নিয়ে দর্শকদের কাছে বেশ প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। সিয়াম বলেন, 'মরীচিকায় অভিনয়ের আগে অনেক নির্মাতা এবং প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জানতেনই না, আমি ওয়েবে অভিনয় করি। এখন অনেকেই জানেন। কিছু প্রস্তাব পাচ্ছি। তবে এখনো সিনেমার প্রস্তাব আমার কাছে বেশি আসছে। দুই মাধ্যমকেই গুরুত্ব দিই। অ্যাকটিংয়ের জায়গা থাকলে যেকোনো মাধ্যমেই অভিনয় করতে চাই।

'ডিরেক্টর হওয়া এত সহজ না'

বিভিন্ন চ্যানেল ও ইউটিউবে ঈদে এবার তিন শতাধিক নাটক প্রচার হয়েছে। এর মধ্যে দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে হাতে গোনা কিছু নাটক। কিন্তু সিংহ ভাগ নাটকই সেভাবে দর্শক আকর্ষণ করতে পারছে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন পারছে না, এই দায়টা কে নেবে?

অভিনেত্রী দীপা খন্দকারছবি: ফেসবুক

অভিনেত্রী দীপা খন্দকার এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ঈদের নাটক দেখছি এক সপ্তাহ ধরে। ১২—১৫টা দেখা হয়েছে। তার মধ্যে ৩---৪টা ভালো লেগেছে। ভাইরে ডিরেকটর হওয়া এত সহজ না।' এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যাদের নাটক নিয়ে সবচেয়ে বেশি রিভিউ দেখছি, সেগুলো দেখলাম। অনেকগুলো অসাধারণ গল্প। নির্মাণ, অভিনয়, উপস্থাপনা ভালো লেগেছে। কিন্তু কিছু কাজ দেখে খুবই হতাশ। গল্পের শুরুটা খুবই ভালো লেগেছে। তার পরে গল্প এগোয় ধীরে। শেষ একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই জন্যই লিখেছি, নির্মাতা হওয়া এত সহজ না। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ।'

দীপা বলেন, 'একটা নাটকে জার্নি থাকতে হবে। যেটা দর্শককে বসিয়ে রাখবে। থ্রিলার গল্প হলে সেই থ্রিলটা ধরে রাখতে হবে। সামাজিক গল্প হলেও সেই টান টান আকর্ষণ থাকতে হবে। এটা নির্মাতাকে কন্টোল করতে হবে। এখানে অভিনয়শিল্পীর কিছু করার নেই। আমাদের মোশাররফ করিমসহ অনেক গুণী অভিনয়শিল্পী আছেন। তাদের সেভাবে ব্যবহার করতে পারছেন না নির্মাতারা। দুই একটি দৃশ্যে স্যাড বা ইমোশনাল সিন দেখিয়ে পার পাওয়া যাবে না। পুরো গল্পটাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো করতে হবে নির্মাতাদের।'

শরাফ আহমেদছবি: ফেসবুক

একই বিষয়ে নির্মাতা শরাফ আহমেদ জীবন অন্য এক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, 'খুব সহজে কেউ অভিনয়শিল্পী হয়ে যাচ্ছেন, কেউ নির্মাতা, কেউ নাটক লেখক। চেহারা সুন্দর তো নায়ক বা নায়িকা হয়ে যাচ্ছে। ফেসবুকে ভালো স্ট্যাটাস দিতে পারে, কপিরাইটার বা স্ক্রিপ্ট রাইটার হয়ে যাচ্ছে। যে অ্যাকশন কাট বলতে পারেন তিনি ডিরেক্টর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রিপারেশন?' তিনি মনে করেন, বর্তমান নাটকে সঙ্গে জড়িত অনেকেই প্রস্তুতিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। যে কারণে নাট্য অঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজ করছে।

হুমায়ূন ফরিদী

এই প্রসঙ্গে নিজের একটা অভিজ্ঞতা শোনালেন জীবন। তখন তিনি মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীর সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। সেই সময় তাদের ইউনিটে ছিলেন গুণী অভিনেতা হুমায়ূন ফরিদী। একটা দৃশ্যের জন্য হুমায়ূন ফরিদীকে ডাকতে গিয়েছিলেন জীবন। গিয়ে দেখেন এই অভিনেতা কিছু অতিথিসহ মেকআপ রুমে বসে আছেন। এমন সময় একজন হুমায়ূন ফরিদীকে বললেন, 'আমার ভাগনে যেমন লম্বা, তেমন ফরসা। এমন সুন্দর চেহারা আপনাদের জগতে একজনও নাই। ওকে কি এই লাইনে নেওয়া যায়?'

মোশাররফ করিমছবি : প্রথম আলো হুমায়ূন ফরিদী তাকে প্রশ্ন করলেন, তার প্রস্তুতি কি? লোকটি বললেন, প্রিপারেশন আর কি! আপনারা আছেন না। ফরীদি তার কাছে জানতে চাইলেন, ডাক্তার হওয়ার জন্য কত দিন লাগে? একটি ঈদ নাটকের পোস্টারছবি: সংগৃহীত জীবন বলেন, 'আমরা যারা মিডিয়ায় কাজ করি, তাদের মধ্যে অন্য সব সেক্টরের মতোই অস্থিরতা বেশি। কাজটাকে অনেকেই একটা শর্ট কাট ব্যাপার মনে করছি। অনেকের ভাবনা খুব সহজে পেয়ে যাচ্ছি, পেতে হবে। লাইক, ভিউয়ে বা একজনের গাড়ি, ফ্ল্যাট আছে তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। এসব কারণেই দর্শকদের প্রতি আমাদের কমিটমেন্ট কিছুটা হলেও কমছে। অনেক সময় ভালোর পাশাপাশি ভুল বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এগুলো কারও চোখে পড়ছে না। আমাদের তরুণ নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী অনেকেই সম্ভাবনাময় কিন্তু শুরুতেই সেই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। আমাদের সবার উচিত অস্থিরতা বর্জন প্রস্তুতি নিয়ে চুপচাপ, বুঝে, দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কাজ করা।'

পাহাড়ি এলাকায় হানিমুন সারতে চাই'

বিয়ে করলেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী প্রসূন আজাদ। করোনার কারণে স্বল্প পরিসরে পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি আজ দুপুরে একটি মসজিদে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর বর ফারহান গাফফার একজন ব্যবসায়ী। তাঁরা ছিলেন দীর্ঘদিনের বন্ধু। গত জুন মাসে পারিবারিকভাবে এই অভিনেত্রীর বাগদান সম্পন্ন হয়। করোনা পরিস্থিতি ভালো হলে তিনি দেশের ভেতর পার্বত্য কোনো এলাকায় হানিমুন পর্ব সারতে চান বলে জানালেন।

ঈদের ঠিক পরের শুক্রবার (২৩ জুলাই) বিয়ের কথা ছিল অভিনেত্রী প্রসূন আজাদের। করোনা এবং বিশেষ কারণে দিনটি পিছিয়ে যায়। আজ বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে প্রসূন বলেন, 'আমাদের বিয়ের পর্বটা শেষ হয়েছে। বাঙালি রীতি অনুযায়ী বিয়ে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা এখনো চলছে। সবাইকে দোয়া করতে বলবেন। আমরা যেন সুখী হতে পারি।'

গতকাল এই অভিনেত্রীর গায়েহলুদ হয়

গতকাল এই অভিনেত্রীর গায়েহলুদ পর্ব শেষ হয়েছে। আগে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর বিয়েতে কোনো গায়েহলুদ হবে না। এই প্রসঙ্গে প্রসূন বলেন, 'করোনার কারণে বড় কোনো আয়োজন ছিল না। বিয়ে উপলক্ষে পরিবারের সবাই ছিলেন। সবার কথাতেই গায়েহলুদ করতে হয়েছে। আলাদা কোনো আয়োজন ছিল না। স্বল্প পরিসরে ঘরোয়াভাবে গায়েহলুদ শেষ হয়েছে।'

তাদের বিয়েটা হঠাৎ করেই হয়েছে বলে জানালেন প্রসূন। মে মাসেও তাঁদের বিয়ে নিয়ে আপাতত কোনো ভাবনাই ছিল না। নতুন সংসার এবং অন্যান্য উপলব্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার নতুন পরিবার অনেক বড়। আর বিয়ে মানেই আমার কাছে অনেক দায়িত্ব। সবাইকে নিয়ে আমাদের সংসারটা সাজাতে চাই। বিয়ে উপলক্ষে অনেক মানুষ এসেছেন। নতুন সম্পর্কের সবাই আমাকে কীভাবে নেবেন, বুঝতে পারছি না। বিয়েতে শ্বশুরবাড়ি গেলে অনেক রকম কথা হয়। আমিই বা তাঁদের কথাকে কীভাবে নেব, জানি না। তবে সবাই আমার কাছে আপন।'

প্রসূন আজাদছবি: ফেসবুক

কঠোর লকডাউনের মধ্যে তাঁদের বিয়ে। এ কারণে আপাতত হানিমুন হচ্ছে না। পরিস্থিতি ভালো হলে দেশেই তাঁরা একান্তে ঘুরতে চান। তিনি বলেন, 'পার্বত্য এলাকায় ঘুরতে পছন্দ করি। আমার কাছে মনে হয় দেশে অনেক ঘোরার জায়গা রয়েছে। একবার কেওক্রাডং ঘুরতে গিয়ে অনেক ভালো লেগেছিল। আমার বরকে অনুরোধ করব, যদি সম্ভব হয় তাহলে আমাকে যেন পাহাড় দেখিয়ে নিয়ে আসেন। হানিমুন পর্ব পাহাড়ি এলাকাতেই সারতে চাই।' প্রসূন আজাদ

দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। কবে মনে হলো বিয়ে করবেন? এমন প্রশ্নে প্রসূন বলেন, 'আমাদের প্রায়ই দেখা হতো, কথা হতো। পরে বুঝতে পারলাম আমরা প্রেমে পড়েছি, ওকে (ফারহান গাফফার) ছাড়া আমার কিছু ভালো লাগে না। আমরা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে কথা বলি। পরে সে নিজেই আমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলে বাবা রাজি হন।

চুল বাঁধতে হলে

চুল বাঁধা যেকোনো নারীর কাছেই অত্যন্ত সাধারণ একটি প্রক্রিয়া। কারণে—অকারণে নানাভাবেই চুল বাঁধেন অনেকে। কিন্তু এই চুল বাঁধার আগে অবশ্যই কিছু বিষয় লক্ষ রাখতে হবে। যেমন চুলের ঘনত্ব, দৈর্ঘ্য এবং চুলের ধরন। মূলত এই তিনটি বিষয় প্রাধান্য দিতে হবে চুল বাঁধার আগে। যাঁদের চুল বেশ ঘন এবং লম্বা, সাধারণভাবেই তাঁদের চুল ভারী হয়। সুতরাং, তাঁরা যখন চুল বাঁধেন, তখন চুলে অনেক বেশি টান পড়বে। এতে চুলের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি মাথাব্যথাসহ আরও কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। এরপর বুঝতে হবে নিজের চুলের ধরন বা টেকশ্চার। চুল যদি স্ট্রেট অথবা সাধারণ ধরনের হয়, তবে যেকোনোভাবেই বাঁধা যায় বা স্টাইলিং করা যায়। আর যদি কেঁকড়ানো বা ছোট চুল হয়, তাহলে চুল বাঁধা বা স্টাইলিং অতটা সহজ নয়।

অনেকে গায়ের জোরে ব্যাকব্রাশ করে চুল আটকে রাখতে চান। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, বেশি দিন এভাবে চুল বাঁধলে কপালের আয়তন বেড়ে যেতে পারে। আর দীর্ঘ সময় চুল বেঁধে রাখলে মাথার তালুতে ঘাম হবেই। আর ঘামের ফলে ময়লা জমবে এবং চুলের ক্ষতি হবে। সুতরাং বলাই যায়, বাঁধার আগে মাথার তালু এবং চুলের প্রস্তুতি জরুরি।

সাধারণভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, অনেকেই একটি ভুল হরহামেশাই করেন। তা হচ্ছে পরিষ্কার চুল খুলে রাখেন এবং নোংরা, তেলতেলে চুল বেঁধে রাখেন। কিন্তু বিষয়টি উল্টো হওয়া উচিত। পরিষ্কার চুল খুলে রাখলে তাতে ধুলাময়লা এবং ঘাম জমে দ্রুত ময়লা হয়ে যাবে।

আবার ময়লা বা তেল—চিটচিটে চুল বেঁধে রাখার অর্থ, মাথার তালুর স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করা। যেমন চুলে ঘাম জমলে অতিরিক্ত ময়লা আটকাবে। পাশাপাশি চুলের গোড়া আলগা হয়ে যেতে পারে। এ কারণে সঠিক নিয়মে চুল বাঁধা প্রয়োজন এবং চুল বাঁধার আগে অবশ্যই চুল পরিষ্কার রাখতে হবে। অর্থাৎ, ভালোভাবে শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ব্যবহারের পরই চুল বাঁধা বা স্টাইল করা উচিত।

অনেকে ভাবেন, অল্প সময়ের জন্য চুল বাঁধলে কী আর এমন ক্ষতি হয়। এই ধারণাও ভুল। মনে রাখতে হবে, যতটা সময় চুল বেঁধে রাখা হবে, ততটা সময় চুলের ডগায় পুষ্টি পৌঁছায় না। চুল বাঁধার আগে অবশ্যই ভালোভাবে চুলের জট ছাড়িয়ে নিতে হবে। জট পড়া চুল বাঁধলে অনেক চুল নষ্ট হতে পারে এবং চুল পড়ার প্রবণতাও বাড়ে।

চুল বাঁধার সময় লক্ষণীয়

হেয়ার স্টাইল নির্বাচনে থাকতে হবে সতর্ক। যেমন চুল খুব টেনে বা উল্টে বাঁধতে হয়, এমন স্টাইল না বাছাই ভালো। একটু হালকা বাঁধনের হেয়ার স্টাইল নির্বাচন করতে হবে। চুল লম্বা এবং খুব ঘন হলে পনিটেল—জাতীয় হেয়ার স্টাইল করতে পারেন। তবে অনেক বেশি টেনে বাঁধা যাবে না। ববিপিন কম ব্যবহার করা উচিত। ছোট বা মাঝারি দৈর্ঘ্যের চুলের জন্য বা পাতলা চুলের জন্য খোঁপা, মেসিবান, পনিটেল, ফ্রেঞ্চব্রেড সবই চলতে পারে। শুধু খেয়াল রাখবেন, ব্যাকব্রাশ যেন বেশি করতে না হয়। চুল নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রাখার জন্য অল্প স্প্রে বা মুজ ব্যবহার করতে পারেন।

যাঁদের স্লিক পনিটেল পছন্দ। তাঁরাও চুল পেছনে বাঁধার সময় আলগা করে বাঁধুন। মাথার সামনের বেবিহেয়ার ঢাকতে সেরাম ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু কিছু হেয়ার স্টাইল রয়েছে, যার জন্য চুল বেশ শক্ত করে বাঁধার প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে চুলের গোড়ায় অল্প নারকেল তেল লাগিয়ে নিতে পারেন। তবে এই ধরনের হেয়ার স্টাইল ঘন ঘন না করাই ভালো।

সনু নিগমের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় মিথিলা---সৃজিত

সনু নিগম ও তাঁর স্ত্রীর আমন্ত্রণে তাঁদের মুম্বাইয়ের বাড়িতে মিথিলা ও সৃজিতছবি : মিথিলার সৌজন্যে রোববার দুপুরে ফেসবুকে স্ক্রল করতেই একটি ছবিতে চোখ আটকে গেল। ভারতীয় পরিচালক সৃজিত মুখার্জির ওয়ালে পোস্ট করা সেই ছবিতে সনু নিগম, রাফিয়াত রশিদ মিথিলা ও সৃজিত মুখার্জির পাশে অপরিচিত এক নারী। তিনি কে জানতে যোগাযোগ করতেই মিথিলা জানান, ওই নারী সনু নিগমের স্ত্রী মধুরিমা নিগম। সনু নিগমের সঙ্গে কোথায় দেখা হলো? মুম্বাইয়ের বাসিন্দা সনু নিগম কি কলকাতায় নাকি? ফেসবুক ইনবক্সে মিথিলাকে প্রশ্নটি রাখতেই জানান, এটি গত শনিবার রাতের ছবি। মুম্বাইয়ে সনু নিগমের বাড়িতে তোলা। গায়কের বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন তাঁরা। একপর্যায়ে চারজন মিলে ফ্রেমবন্দী হন। কিন্তু মিথিলা না এখন কলকাতায়? মুম্বাইয়ে গেলেন কবে? এবার বিস্তারিত জানালেন মিথিলা। মিথিলা ও সৃজিতছবি : ইনস্টাগ্রাম 'শাবাশ মিঠু' নামের হিন্দি ছবির শুটিং করতে সৃজিত মুখার্জি এখন মুম্বাইয়ে। তিন মাস তাঁকে সেখানেই থাকতে হবে। মিথিলারও 'মায়া'র শুটিং শেষ। পশ্চিমবঙ্গের পরিচালক রাজর্ষি দের এই ছবিই হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের বাইরে মিথিলার প্রথম চলচ্চিত্র। গত ২৮ জুলাই ছবিটির শুটিং শেষ হয়েছে। মিথিলা তাই ভাবলেন, সৃজিতের সঙ্গে কয়েকটা দিন থাকবেন। তাই মেয়ে আইরাকে নিয়ে শুক্রবার কলকাতা থেকে মুম্বাইয়ে উড়াল।

মিথিলা বলেন, 'অন্য কোনো দরকারে নয়, আমাদের দাওয়াত ছিল সনুদা ও মধুরিমা দিদির বাড়িতে। এমনিই দাওয়াত। সৃজিতের কয়েকটা সিনেমায় সনু নিগম প্লেব্যাক করেছেন। শেষ মুক্তি পাওয়া ছবি 'গুমনামিতে'ও গেয়েছেন তিনি। আর মধুরিমা দিদি কলকাতার মেয়ে। সৃজিতের সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব। সনু নিগমের গানের অনেক বড় ভক্ত সৃজিত।' সনু নিগমসংগৃহীত সুন নিগমের বাড়িতে কেমন সময় কাটল, জানতে চাইলে মিথিলা বলেন, 'খুবই ভালো। গান হলো, আড্ডা হলো, রাতে দারুণ খাওয়াদাওয়া হলো। খুবই ভালো মানুষ তাঁরা। আমি তো ছোটবেলা থেকে সনু নিগমের ভক্ত। এবার সামনাসামনি আড্ডায় শিল্পীর পাশাপাশি মানুষ সনু নিগমকেও দেখার এবং জানার সুযোগ হলো। মানুষ হিসেবে তাঁকে ভীষণ ভালো লেগেছে এবং ডাউন টু আর্থ মনে হয়েছে।' রাফিয়াত রশীদ মিথিলা ও সৃজিত মুখার্জিপ্রথম আলো সৃজিতের হিন্দি ছবি 'শাবাশ মিঠু' ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মিতালি রাজের জীবন অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরেই ছবিটার জন্য জোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাপসী পান্নু। ময়দানে ব্যাট-বল হাতে রীতিমতো ঘাম ঝরিয়েছেন এই বলিউড নায়িকা। গত বছরই ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা বলেছিলেন পরিচালক রাহুল ঢোলাকিয়া। কিন্তু লকডাউনের কারণে শুটিং শুরু করা যায়নি। এর মধ্যেই বদলে যায় ছবির পরিচালক। রাহুল ঢোলাকিয়ার পরিবর্তে এখন ছবিটি পরিচালনা করতে যাচ্ছেন সৃজিত মুখার্জি।

কাঁঠালের বীজে রূপচর্চা

কাঁঠালের মতো পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফল খেতে অপছন্দ করেন অনেকে। কিন্তু কাঁঠালের বীজ পছন্দ না করার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এর পুষ্টিগুণ অনেক। শরীর সুস্থ রাখতে যেমন খাওয়া যায়, তেমন ত্বক আর চুলের যত্নেও একে কাজে লাগানো যেতে পারে। চুলের জন্য সঠিক যত্নের অভাব, সূর্যের ক্ষতিকর ইউভি রশ্মি, ঘাম, ধুলোবালি, খুশকিএই সবকিছুর জন্য সাধারণত চুল পড়া বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া চুল হারায় তার প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা। এমন সমস্যা থেকে সমাধান পেতে ব্যবহার করতে পারেন কাঁঠালের বীজ। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, প্রোটিন, আয়রন। এই সব কটি উপাদান চুলের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী।

চুলের গোড়া মজবুতের জন্য প্রয়োজন হয় প্রোটিনের। কারণ, চুলের ফলিকল বেশির ভাগ প্রোটিন দিয়ে তৈরি। ফলিকলের ক্ষতির জন্য চুল পড়া বাড়ে। ভিটামিন এ মাথার ত্বকের গ্রন্থিকে সিবাম নামে তৈলাক্ত পদার্থ তৈরির কাজে সাহায্য করে। সিবাম মাথার ত্বক ময়েশ্চারাইজ করে। শরীরের কোষের বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চুলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। সুস্থ—সুন্দর বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন এ কার্যকর। আর ভিটামিন এ—এর সঙ্গে কাজ করে আয়রন। কারণ, আয়রন মাথার ত্বকের রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে তোলে। কাঁঠালের বীজে আরও আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি চুলের ফলিকলকে ফ্রি র্যাডিকেল নামের ক্ষতিকর অণুর হাত থেকে রক্ষা করে। এই ফ্রি র্যাডিকেল চুলকে খুব বাজেভাবে ড্যামেজ করতে পারে। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মজবুত চুলের জন্য কাঁঠালের বীজের হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। যা বানানো খুব সহজ। নতুন কাঁঠালের বীজ হলে প্রথমে পানিতে অন্তত এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। কারণ, এটি কিছুটা অ্যাসিডিক। আর কয়েক দিনের পুরোনো বীজ হলে উপরের সাদা খোসা ফেলে দিতে হবে। এরপর দুধে ভিজিয়ে নরম করে নিন। নরম কাঁঠালের বীজ দুধসহ পেস্ট তৈরি করে মাথার ত্বকে খুব ভালোভাবে লাগিয়ে রেখে দিতে হবে ৩০ মিনিট। এরপর কুসুম গরম পানি এবং শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এই মাস্ক সপ্তাহে অন্তত দুই দিন ব্যবহারে চুল পড়া কমে আসবে। ত্বকের বলিরেখা দূর করতে ৩০ বছরের পর থেকে ত্বকে বয়সের ছাপ বা বলিরেখা পড়ার প্রবণতা শুরু হয়। আবার কখনো কখনো অতিরিক্ত শুষ্কতা, সূর্যের ক্ষতিকর ইউভি রশ্মি বা দূষণের প্রভাবে ত্রিশের আগেই অনেকের মুখে দেখা দেয় বলিরেখা। এ সময় ঠিকমতো যত্ন নিতে পারলে সমস্যাটি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কাঁঠালের বীজকে কাজে লাগাতে পারেন। এতে রয়েছে ভিটামিন এ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। ভিটামিন এ সিবাম নিঃসৃত করে ত্বক ময়েশ্চারাইজ করে। এভাবে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। কাঁঠালের বীজে আছে ফ্ল্যাভোনয়েড, স্যাপোনিন ও ফেনোলিকসের মতো শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। ফেনোলিকস ত্বককে ফ্রি র্যাডিকেলের প্রভাব থেকে নক্ষা করে। ফ্রি র্যাডিকেল ত্বকের সেল ড্যামেজ করে, ত্বককে বার্ধক্যের দিকে ঠেলে দেয়। ফ্ল্যাভোনয়েডও একই কাজ করে। আর স্যাপোনিন খুব ভালো মানের প্রাকৃতিক ক্লিনজার। এটি ত্বককে গভীর থেকে পরিষ্কার করে। বলিরেখা দূর করতে চাইলে বানিয়ে নিন কাঁঠালের বীজের অ্যান্টিরিংকেল মাস্ক। দুই টেবিল চামচ কাঁঠালের বীজের পেস্টের সঙ্গে এক টেবিল চামচ দুধ এবং দুই চামচ মধু মেশালেই তৈরি। মুখে লাগিয়ে রেখে দিতে হবে ২০ মিনিট। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

বিজেপি এসসি মোর্চার সদর জেলা কমিটির উদ্যোগে কার্য্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

ভ্যাকসিনের আকালে কুপনের জন্য ওয়ার্ড অফিসে ধরনা

বারাসাত, ৪ আগস্ট (হি. স.) : করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না রাজ্যবাসীর। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। এই মাঝে বুধবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল বারাসাত। ভ্যাকসিনের আকালে কুপনের জন্য ওয়ার্ড অফিসে ধরনা ভ্যাকসিন গ্রহীতাদের। গত বছরের মার্চ মাস থেকে রাজ্য জুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। কিন্তু অপরদিকে রাজ্য জুড়ে ভ্যাকসিনের আকাল চরমে। এই পরিস্থিতিতে এদিন বিনা নোটিসেই কুপনের জন্য ওয়ার্ড অফিসে ধরনা দেয় বারাসাত পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ ওয়ার্ড অফিস থেকে সকালে জানায়, ভ্যাকসিনের কোনও কুপন দেওয়া হবে না। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পরে তারা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী না হলে পরিস্থিতি বদলাবে না : দেব

ঘাটাল, ৪ আগস্ট (হি. স.): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যতদিন না প্রধানমন্ত্রী করা হচ্ছে ততদিন এমনটাই চলতে থাকবে।'' বুধবার ঘাটালে এমনই মন্তব্য করলেন অবিনেতা-সাংসদ দেব। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ঘাটালে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়েছিলেন সাংসদ অভিনেতা দেব। বললেন, ''কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব পালন করছে না বলেই মানুষের এই দুর্ভোগ, ওঁরা ভোটের সময় এসে নানা কথা বলেন। কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করেন না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন না প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, ততদিন মনে হয় না ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হবে।" ঘাটালে বন্যা পরিদর্শনে গিয়ে স্থানীয় তৃণমূল সাংসদ ঘুরে দেখেন বেশ কয়েকটি এলাকা। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। সেখানেই তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। বলেন, ভোটের আগে অনেকে এসে বলেছিল, সোনার বাংলা বানাব। এই করব, সেই করব। ভোটের পর কারোর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে এদিন কেন্দ্র সরকারকেও নিশানা করেন দেব। বলেন, এত দিন ধরে এত বলার পর এত চিঠি দেওয়ার পর যদি তাদের ঘুম না ভাঙে, শুধু ভোটের সময় ওনারা রাজ্যে এসে বড় বড় কথা বলে চলে যান, সেটা দুঃখজনক।

ঘাটালের মানুষকে অবহেলা করা অন্যায় বলে মনে করেন দেব। তিনি জানান, নিজে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে আওয়াজ তুলেছেন সংসদে। দেব বলেন, কেন্দ্র হতে দিচ্ছে না ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। আমি নিজে এই নিয়ে সংসদে বলেছি। জানিয়েছি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কে জরুরি। ঘাটালের মানুষকে অবহেলা করা অন্যায়। বর্তমানে মানুষ সত্যিই কষ্টের মধ্যে আছে। তাঁর দল সবসময় চেষ্টা করছে সেই কষ্ট লাঘব করতে। তিনি বলেন, আমাদের চেষ্টা হবে, এই সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে পেরিয়ে যাওয়া এবং মানুষকে পুরনো জীবনে ফিরিয়ে আনা। দেব বলেন, রাজনীতি মানুষের জন্য, মানুষকে ভালো রাখার জন্য। এখন রাজনীতি অন্য কথা বলে। আজকে মানুষের জন্য খুব কম দলই কাজ করে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অনিল-কন্যা অজন্তা বিশ্বাসকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সিপিএম নেতৃত্ব

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.) : অনিল বিশ্বাসের মেয়ে অজন্তা বিশ্বাসকে শো-কজ করেছে অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত সিপিএমের কমিটি। এবার তাঁকে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট এরিয়া কমিটি ও কলকাতা জেলা কমিটির উপরেই ছেড়ে দিলেন সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ জুলাই তৃণমূলের মুখপত্রে অজন্তা বিশ্বাসের উত্তর সম্পাদকীয় দেখে বিড়ম্বনায় পড়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। প্রথমে তাঁর লেখা নিয়ে প্রকাশ্যে সিপিএম নেতারা মুখ না খুলতে চাইলেও, পরে দলীয় অবস্থান জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদার তৃণমূলের মুখপত্রে অজন্তার উত্তর সম্পাদকীয় লেখাকে খারাপ কাজ বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছিলেন, ""বিষয়টা আমি শুনেছি। অজন্তা যা করেছে, তা কোনও ভাবেই ছোট করে দেখা যায় না। অজন্তা ইউনিটের সদস্য। যা পদক্ষেপ করার ইউনিট আগে নেবে। তার পর জেলা কমিটি রয়েছে। তার পর আমরা। ওকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে ও যা করেছে, তা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।""

সূর্যকান্তের এমন মন্তব্যের পরেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, অজন্তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপই করতে চলেছে সিপিএম। তা ছাড়া সিপিএমের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, কোনও এরিয়া কমিটির সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে প্রথমে তাঁকে শো-কজ করা হয়। পরে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ওই এরিয়া কমিটিই। সঙ্গে সঙ্গে সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় জেলা কমিটির কাছে। সেখান থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ওই গঠনতন্ত্র মেনেই অনিল-কন্যার ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ করবে সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও জেলা কমিটি।

জহর সেনগুপ্তকে নিয়ে বিজেপি নেতা অনির্বাণের টুইটে আলোড়ণ

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.) : রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে জহর সেনগুপ্তর নাম তৃণমূলনেত্রী ঘোষণার ঠিক পরেই সামাজিক মাধ্যমে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা ডঃ অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার জহরবাবু রাজ্যসভায় শপথ নেওয়ার পর ফের অনির্বাণবাবু টুইট করলেন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রতিক্রিয়া।

তৃণমূলের নব নির্বাচিত সাংসদ জহর সরকার বুধবার শপথ নিয়েছেন রাজ্যসভায়। সেই ছবির পাশে শিম্পাঞ্জির ছবি লাগিয়ে টুইট করেছেন অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। আর তার জবাব দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। অনির্বাণের ওই ছবি বাছাইকে কুণালের কটাক্ষ, শিম্পাঞ্জির ছবিটা সেলফি মোডে তোলা অনির্বাণেরই। সেই সঙ্গে অনির্বাণকে 'বানরসেনার একজন' বলেও আক্রমণ করেছেন কুণাল। অনির্বাণ জহরবাবুর দু'টি ছবি দেন তিনি। একটি শপথগ্রহণের ও অন্যটি রাজ্যসভার নথিতে স্বাক্ষর করার। দু'টি ছবির পাশেই আমলার পোশাকে কাছাকাছি ভঙ্গিতে শিম্পাঞ্জির ছবি দিয়েছেন। কেন এমন পোস্ট তার ব্যাখ্যা না দিয়ে তিনি শুধু লিখেছেন, 'নবাগত'। অনির্বাণ কারণ না লিখলেও রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, আমলা থেকে সাংসদ হওয়ার জন্যই কটাক্ষ করা হয়েছে জহরবাবুকে। দলের সাংসদকে নিয়ে এমন পোস্টের জবাবে রসিকতার ভঙ্গিতে আক্রমণ করেছেন কুণাল। লিখেছেন, 'অনির্বাণকে ভুল বুঝবেন না। এটা সেল্ফি মোডে তোলার চেষ্টা। দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা আমলার সঙ্গে নিজের ছবি দেওয়ার শখ। রামের বানরসেনার একজন।' হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দলীয় তহবিল নিয়ে ভাবতে দিলীপ ঘোষের আর্জি সতীর্থদের

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি স)। কী ভাবে অর্থ সংগ্রহ বাড়ানো যায় তা নিয়েও দলীয় নেতাদের সক্রিয় হতে আবেদন করেছেন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, বিজেপি-র অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়া মূলত তিন রকমের। প্রথমত, চাঁদা তোলার রসিদ বই ও কুপনের মাধ্যমে কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ীদের থেকে টাকা নেওয়া। রাজ্য বিজেপি-র নামে চেকের মাধ্যমেও অর্থ সংগ্রহ হয়। বিজেপি-কে টাকা দিলে আয়করে ছাড় মেলে বলে অনেকেই বড় অঙ্কের চাঁদা দেন। দ্বিতীয়ত, প্রতি বছর ১১ ফেব্রুয়ারি দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যুদিনে 'সমর্পন দিবস' পালন করে বিজেপি। ওই দিন বিজেপি-র নেতা-কর্মীরা দলের তহবিলে টাকা দেন। এখান থেকেও বড় অঙ্কের টাকা জমা হয়। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের কারণে গত ১১ ফেব্রুয়ারি সেই কর্মসূচি পালিত হয়নি। আর তৃতীয়ত, দলের সাংসদ ও বিধায়কদের থেকে বেতনের একটি অংশ নেয় দল। সাংসদদের অংশ যায় বিজেপি-র কেন্দ্রীয় তহবিলে। আর রাজ্য পায় বিধায়কদের বেতনের একটি অংশ। সেই প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখনও সে ভাবে সংগ্রহের কাজ এগোয়নি বলেই জানা গিয়েছে।

এদিকে, বিভিন্ন বৈঠক, অভিযানের জন্য অনেক টাকা খরচ হয়। এমন অবস্থায় খরচ কমাতে হেস্টিংসের অফিস সঙ্কোচনকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে কলকাতার হেস্টিংস এলাকায় বড় আকারের দলীয় দফতর তৈরি করেছিল রাজ্য বিজেপি। ভোট মিটে যাওয়ার পরে একটু একটু করে সেই দফতরের সঙ্কোচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, সর্বভারতীয় সংগঠনের কিছুটা সহায়তা পাওয়া গেলেও দল পরিচালনার জন্য মূল অর্থ সংগ্রহের কাজটা রাজ্যস্তরেই করতে হয়। কিন্তু তা এখন অনেকটাই অনিয়মিত। তার উপরে বিধানসভা নির্বাচনে বড় মাপের খরচ হয়েছে। এখন তাই দলীয় দফতর সঙ্কোচন করে কিছুটা হলেও খরচ কমাতে চান রাজ্য সভাপতি। তাঁরই নির্দেশে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, আপাতত হেস্টিংসের বাড়িতে দুটো তলা নিয়েই চলবে দফতর। একই সঙ্গে রাজ্য বিজেপি-র এক শীর্ষনেতা বলেন, ''ভোটের জন্য খরচ বাড়লেও অর্থ সংগ্রহের কাজ দীর্ঘ সময় আটকে থেকেছে। এখন ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের কারণে কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোটাও খুব দরকার। তার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আইনি লড়াইতেও বড় অঙ্কের টাকা খরচ হচ্ছে। তাতে জোর দিতেই দিলীপদা বাড়ি ভাড়া বাবদ খরচে লাগাম টানতে চাইছেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বন্যা নিয়ে মমতার তৎপরতাকে আক্রমণ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.) : বন্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতাকে আক্রমণ করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বুধবার তথাগতবাবু টুইটে লেখেন, "আমতা ও ঘাটালে যখন মানুষ তাদের বাড়িঘর থেকে প্লাবিত হচ্ছিল, তখন মমতা দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন। এখন তিনি বাঁধ থেকে এত জল ছাড়ার জন্য "কেন্দ্র" কে দায়ী করছেন। তিনি পুরোপুরি সিপিআই (এম) এর "কেন্দ্রীয় দোষ" এর স্লোগানের অভিযোগ আত্মস্থ করেছেন! যদি বাঁধের জলসীমায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়, তবে বাঁধ বাঁচতে তাদের অবশ্যই জল ছেড়ে দিতেই হবে। অন্যথায় বাঁধ ফেটে যেতে পারে, বিপর্যয়কর ফলাফল হতে পারে। যার সাধারণ জ্ঞান আছে, তিনিই বুঝবেন। ওনার বোধগম্য নয়।" প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এদিন ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে মোদীর কাছে অভিযোগ করেন মমতা। বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বন্যা তৈরি করা হয়েছে। আর তার জন্য ডিভিসি দায়ী। ডিভিসির তরফে নদীগর্ভ পরিস্কার করা হচ্ছে না, তার উপরে বেশি জল ছাড়া হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ রাখালের স্বস্তি, আদালতের নির্দেশ ছাড়া গ্রেফতার নয়

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.) : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘনিষ্ঠ রাখাল বেরা মামলায় হাইকোর্টে ফের ধাক্কা খেল রাজ্য। আদালতের অনুমতি ছাড়া রাখালকে গ্রেফতার করা যাবে না, স্পষ্ট নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত রাখালকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে জানিয়েছে আদালত। রাখাল বেরার জামিনের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। সেই ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে আপাতত স্বস্তি রাখালের।

বুধবার এই মামলার শুনানির শুরুতেই "ভুল বোঝাবুঝি"র কথা মেনে নিয়ে রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়, মঙ্গলবার নন্দকুমার থানা যে মামলায় রাখাল বেরাকে গ্রেফতার করেছে তা গ্রেফতারি অযোগ্য অপরাধ। আদালতের নির্দেশে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। ভোট পরবর্তী সময় থেকেই রাখাল বেরাকে নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। প্রতারণার অভিযোগে অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া রাখাল বেরাকে নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। গ্রেফতারের পর থেকেই জামিনের চেষ্টায় ছিলেন রাখলের আইনজীবী। অবশেষে গত সোমবার হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ জামিন মঞ্জুর করলেও গতকাল ফের তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আগামী শুনানি অর্থাত ২৬ আগস্টের আগে রাজ্য সরকারের তরফে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিনে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ কড়া ভাষায় ভর্তসনা করে রাজ্যকে। জবাবে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, কাকতালীয়ভাবে একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে নন্দকুমার থানা গতকাল তাকে গ্রেফতার করেছিল। তবে দুই পক্ষের সওয়াল জবাবের মধ্যেও খানিক স্বস্তি পেল রাখাল বেরা।

১০ বছরে পুনর্বাসন প্যাকেজ অমিল, পানাগড় শিল্পতালুকে গাড়ি পার্কিংয়ের কাজ বন্ধ করে দিল জমিদাতারা

দুর্গাপুর, ৪ আগস্ট (হি.স.) : জমি অধিগ্রহন হয়েছে ১০ বছর আগে। একে একে তৈরী হচ্ছে শিল্প কারখানা এখনও জমিদাতাদের পুনরবাসন প্যাকেজ জোটেনি বলে অভিযোগ। প্রতিশ্রুতি মতো পুনর্বাসন প্যাকেজ না মেলায় শিল্পতালুকের গাড়ি পার্কিংয়ের কাজ বন্ধ করে দিল বঞ্চিত জমিদাতারা। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল পানাগড় শিল্পতালুকের কোটা গ্রামে।

প্রসঙ্গত, ২০০৮-০৯ সালে রাজ্যে বামফ্রন্টের জামানায় পানাগড় শিল্পতালুকের জমি অধিগ্রহন শুরু হয়। কোটা- চন্ডীপুর, সোঁয়াই, পোন্ডালী সহ একাধিক মৌজার প্রায় ১৫০০ একর জমি অধিগ্রহন। কৃষকদের দাবী, জমি অধিগ্রহনের সময় রাজ্য সরকার প্যাকেজ ঘোষনা করেছিল। তাতে একর পিছু জমির দাম ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, বর্গাদার, ক্ষেতমজুরদের আর্থিক প্যাকেজ। এছাড়াও জমিদাতাদের পুনর্বাসন প্যাকেজ। পুনর্বাসন প্যাকেজে বিঘা প্রতি ১ কাঠা করে জমি সব্বের্চ ৬ কাঠা পর্যন্ত জমি পাবে জমিদাতারা। সেই মত জমি অধিগ্রহন হয়। ইতিমধ্যে শিল্পতালুকে ম্যাট্রিক্স সার কারখানা, এইচপি বোটলিং প্ল্যান্ট, সিমেন্ট কারখানা, গ্লোবেল স্পিরিটের মত কারখানা গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে সারকারখানা ছাড়া বাকি সব কারখানায় উৎপাদনও শুরু হয়েছে। সার কারখানায় পরীক্ষামূলক উৎপাদন সফল হয়েছে। অপেক্ষা শুধু বানিজ্যিকভাবে উৎপাদন। শিল্পতালুকে কারখানা গড়ে উঠলেও জমিদাতারা পুনর্বাসন প্যাকেজ পায়নি বলে অভিযোগ।

পুনর্বাসন প্যাকেজের দাবীতে ক্ষুব্ধ জমিদাতারা

পানাগড় শিল্পতালুকে নির্মীয়মান পার্কিংয়ের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। ক্ষোভের মুখে নির্মানকারী সংস্থা পার্কিং নির্মানের কাজ বন্ধ করে দেয়। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ জমিদাতা কৃষ্ণদয়াল কর্মকার, শ্যামল মন্ডল, বিশ্বজিত ঘোষ প্রমুখ জানান,' ২০০৮-২০০৯ বর্ষে তৎকালীন বামজামানায় জমি অধিগ্রহণ করা হয়। প্রতিশ্রুতি মতো পুনর্বাসন প্যাকেজের জমি এখনও দেয়নি। প্রায় ১০ বছর হল রাজ্য সরকার জমিদাতাদের পুনর্বাসনের জমি দিতে টালবাহানা করছে। অন্ডাল বিমাননগরীতে জমিদাতাদের পুনরবাসন প্যাকেজ দেওয়া হলেও পানাগড় শিল্পতালুকে প্যাকেজ দেওয়া হল না। রাজ্য সরকার দ্বিচারিতা করছে।' ক্ষুব্ধ জমিদাতারা জানান,' এখনও বেশকিছু বর্গাদার, ক্ষেতমজুর ক্ষতিপুরন পায়নি। যেসব কারখানা হয়েছে, সেখানে স্থানীয়দের বঞ্চিত করে বহিরাগতদের কাজে নেওয়া হচ্ছে।' জমিদাতাদের দাবী,' ঘোষিত প্যাকেজ রাজ্য সরকার অবিলম্বে দিক। না হলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।' আউশগ্রাম বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার বলেন, ' জমির দাম চাষীরা পেয়েছে। যেসব কারখানা হয়েছে, সেখানে স্থানীয়রা কাজ পাচ্ছে। পুনর্বাসনের বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।' হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

খানাকুলে ত্রাণ বন্টনে গিয়ে বাধার মুখে এলাকার বিজেপি বিধায়ক

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.) : বানভাসি খানাকুলে ত্রাণ বন্টনে গিয়ে বাধার মুখে পড়লেন এলাকার বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। শাসকদলের গুণ্ডারা হামলা চালিয়ে ত্রাণ লুঠ করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সূত্রের খবর, ত্রাণ নিয়ে ও দলের পতাকা লাগিয়ে নৌকা নিয়ে হাজির হন সুশান্ত ঘোষ। এলাকায় গিয়েই জনতার রোষের মুখে পড়েন বিধায়ক। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নিজের এলাকায় দেখাই যাচ্ছে না বিধায়ককে। এমনকি ইয়াসের সময় কিংবা এই অতিবৃষ্টিতে বাড়ির বাইরে নেই এলাকার কোনও বিধায়ক। গত বৃহস্পতিবার অতি বৃষ্টির জেরে খারাপ অবস্থা খানাকুলের। ভাসছে এলাকা। তারপরেই ডিভিসির ছাড়া জলে ডুবেছে গোটা এলাকাই। বাড়ি কিংবা ভিটে-মাটি ছেড়ে সবাই উঠেছে ত্রাণ শিবিরে। বুধবার নৌকা করে ত্রাণ নিয়ে যেতেই ক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপি বিধায়ক। যদিও সুশান্ত বাবু জানিয়েছেন, "এটা তৃণমূলের পরিকল্পিত আক্রমণ। এলাকায় যাতে ত্রাণ না পৌঁছাতে পারি সেই চেষ্টা করেছে শাসকদলের গুণ্ডারা। তারা হামলা চালিয়ে ত্রাণ লুঠ করেছে।" যদিও নিরাপত্তা রক্ষী ও পুলিশের সাহায্যে গ্রামে ঢুকে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছেন বিজেপির বিধায়ক। তৃণমূল আবার অভিযোগ করেছে, এটা সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, কারণ এলাকায় আসা তো দূর কথা, এতদিন ধরে সমস্যার মধ্যে থাকলেও দেখা ছিল না বিধায়কের। এখন ত্রাণ দিতে এসে ছবি তুলে নিজের দর বাড়াতে চাইছেন, তাই বিক্ষোভ দেখিয়েছে।বিধায়ক তহবিলের টাকায় ত্রাণ মজুত করছিল সুশান্ত ঘোষ। বিজেপির কার্যালয়ে সেই ত্রাণ মজুত করছিল বলেই মানুষ মারতে গিয়েছিল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হেলিপ্যাডেও জল, তাই সড়কপথে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি স.) : ঘোষিত কর্মসূচি মতোই রাজ্যের তিন জেলার প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে আকাশপথে পরিদর্শনের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। সড়কপথেই উদয়নারায়ণপুরের উদ্দেশে রওনা দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। খানাকুলের ঘোষপুরে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা তাঁর। তারপর ঘাটালে যাওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।জানা গিয়েছে, খানাকুলের ঘোষপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য যে অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছিল, সেই এলাকাতেও এখনও জল জমে রয়েছে। তার উপর বিভিন্ন জায়গায় এখনও বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সেই কারণেই খানাকুল সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাড়িঘর জলের নীচে চলে যাওয়ায়, স্কুলবাড়ি, ত্রাণ শিবিরে ঠাঁই নিয়েছেন বহু মানুষ। সেই সঙ্গে রয়েছে জলকষ্টও। হুগলির খানাকুলে বেশ কিছু জায়গায় বুধবার জল আরও বেড়েছে। কিছু জায়গায় রাস্তা জলের তলায় চলে যাওয়ায় যাতায়াতে বিঘ্ন। ৬০ থেকে ৬৫টি গ্রাম পুরোপুরি জলমগ্ন। খানাকুলে খোলা হয়েছে ৮০টি ত্রাণশিবির। উঁচু রাস্তায় ত্রিপল খাটিয়ে রয়েছে অনেক পরিবার। শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্নাও নৌকায় চড়ে খানাকুলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। কথা বলেন দুর্গতদের সঙ্গে। খানাকুলে আগেই উদ্ধারকাজে নেমেছে বায়ুসেনা বাহিনী।

সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়ছে কাঁকসার বনকাটিতে অনাদরে ভগ্নপ্রায় প্রাচীন স্থাপত্য

দুর্গাপুর, ৪ আগস্ট (হি.স.) : বদলে গেছে রাজত্ব। বদলে গেছে পরিবেশ। পড়ে আছে জমিদারদের ভগ্নপ্রায় মন্দির। সংস্কারের অভাবে নষ্ট হচ্ছে প্রাচীন স্থাপত্য। ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি। খসে পড়ছে মন্দিরের টেরাকোটার কাজ। এমনই দুরবস্থায় রয়েছে কাঁকসার বনকাটির রায় পরিবারের প্রাচীন মন্দির।

বনকাটি রায় পরিবার। রাজা বল্লাল সেনের কুল গুরুর বংশধর। কথিত আছে রাজার আমলে ঘন জঙ্গল কেটে গ্রাম তৈরী হয়। তাই বনকাটি নামকরন। রাজা বল্লাল সেন বাংলাদেশ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দীক্ষাগুরু তান্ত্রিক আচার্য মহেশ্বর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কাঁকসার গড়জঙ্গলে রাজ্যপাট শুরু করেন। অজয় নদী মাধ্যমে ব্যাবসা বানিজ্য সুবিধার্থে বনকাটি গ্রাম পর্যন্ত চ্যানেল খাল তৈরি করেন। বনকাটি এলাকা থেকে লাক্ষা ও কাঠ কয়লা কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হত। এবং সেখান থেকে মশলাপাতি নিয়ে আসা হত। এককথায় বনকাটি ছিল রাজা বল্লাল সেনের বানিজ্যিক কেন্দ্র। পানাগড়- মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের এগারো মাইল মোড় থেকে পশ্চিম দিকে অজয় নদীর লাগোয়া বনকাটি গ্রাম।

তৎকালীন সময়ে রাজার কুল গুরু মহেশ্বর প্রসাদ ওই গ্রামেই শশ্মানকালী পুজো শুরু করেন। সম্পূর্ন তান্ত্রিক মতে পুজো করতেন। কথিত আছে ছাগ, মেষ ও মহিষ বলির পাশাপাশি ওই সময় নরবলিও দেওয়া হত। যদিও বর্তমানে সেসব প্রথা উঠে গেছে। তবে পরিবারের একজন একফোঁটা রক্ত নিবেদন করেন। পরবর্তীকালে মহেশ্বর প্রসাদের বংশধর বৃটিশদের সঙ্গে কোন মামলায় ডিগ্রী পায়। তখন বৃটিশদের কাছ থেকে রায়বাহাদুর খেতাব পায়। আর তারপর থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলে রায় পদবি হয় আচার্যের বংশধরদের।

১৭০০ সালে বনকাটিতে লক্ষী ও বিষুওমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও রায় পরিবারের পুর্ব পুরুষরা যাতে জল পায়, তার জন্য তাদের নামে পাঁচটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহেশ্বর প্রসাদের এক বংশধর লক্ষ্মীকান্ত রায়। ১৭০৪ সালে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে ১৭৩৯ সালে দূর্গামন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। সেসব মন্দির এখনও রয়েছে। তবে টেরাকোটার নকশার কাজ করা ওইসব মন্দির সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়। ঝোপজঙ্গলে ভর্তি। খসে পড়ছে টেরাকোটার কাজ। খসে পড়ছে মন্দির চাঙড়। দেওয়াল ফেটে গজিয়ে উঠছে আগছা, গাছ। এককথায় প্রাচীন ওই সব স্থাপত্য ধ্বংসের পথে। একই অবস্থা হয়েছিল কালী মন্দিরের। চলতি বছর মন্দিরটি নিজেদের উদ্যোগে সংস্কার করে রায় পরিবার। যেখানে রয়েছে পঞ্চমুন্ডী আসন। পুজোর নিয়মনীতি প্রসঙ্গে রায় পরিবারের প্রবীন বংশধর অনিল কুমার রায় জানান,' তান্ত্রিক মতে এবং পুর্বপুরুষের লেখা পুঁথি দেখে পুজো হয়। পুজো হয়। পুজোয় বসার আগে শশ্মানে কিছু ক্রীয়াকর্ম করতে হয়। তারপর গুরুপুজন এবং মায়ের বারিঘট নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মায়ের নিজস্ব পুকুর জরুলি পুকুর থেকে বারি নিয়ে আসা হয়। নিশিরাতে মায়ের হোম যজ্ঞ করা হয়। রায় পরিবারের ১ হাজার ৮ টি বেলপাতা। ৫কেজি ২৫০ গ্রাম গাওয়া ঘি। তারপর ভক্তদের ঘি, বেলপাতা থাকে। এছাড়াও পরিবারের একটি ছাগ, একটি মেষ, একটি মহিষ বলি দেওয়া হয়। তারপর ভক্তদের মানত করা ছাগ বলি দেওয়া হয়। সবশেষে নিজের রক্ত একফোঁটা নিবেদন করতে হয়। তারপর পুর্নাহুতি দেওয়া হয়।' সম্প্রতি স্থানীয় পঞ্চায়েত উদ্যোগী হয়ে প্রাচীন ওইসব স্থাপত্য এলাকার ঝোপ জঙ্গল পরিস্কার করানোর ব্যাবস্থা করে। কিছু মন্দিরের ধ্বংসাবসেস সরাতেই প্রাচীন নিদর্শন বেরিয়ে আসে। ততৎকালীন সময়ের পিতলের মোমবাতিদানি, লোহার শেকল, কব্জা। অনিলবাবুর ছেলে লালু রায় জানান,'

প্রাচীন এইসব স্থাপত্য সংস্কারের অভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিনত হচ্ছে। তাই সরকারি উদ্যোগে সংস্কার করা হোক। আগামী প্রজন্ম এইসব ইতিহাস দেখতে পাবে। তৎকালীন সময়কার ইতিহাস জানতে পারবে। এখনও বাইরের লোকজন এসব মন্দির দেখতে আসে। তাই রক্ষনাবেক্ষন দরকার।' স্থানীয় বনকাটি পঞ্চায়েত প্রধান পিন্টু বাগদী জানান,' মন্দিরের কারুকার্য ও নকশা এখনও ইতিহাস বহন করে। মাঝে মধ্যে মন্দিরের আশপাশের জঙ্গল পরিস্কার করানো হয়। মন্দিরের আগাছার জঙ্গলও পরিস্কার করানো হয়।' হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

মমতা ,অভিষেকের নেতৃত্বেই আসবে ত্রিপুরায় ''আসল বিপ্লব'', বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ কুণালের

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.) : বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের পরে তৃণমূলের লক্ষ্য এখন ত্রিপুরায়। ইতিমধ্যে তৃণমূলের একের পর এক নেতা মন্

সংক্রমণ ফের ঊর্ধ্বমুখী, ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনায় মৃত্যু ৫৬২ জনের

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৫০০-র ঊর্ধ্বে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৬২৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৫৬২ জনের। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৬,৬৬৮ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার কমে গিয়ে ৯৭.৩৭ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,১০,৩৫৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৫,৩৯৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৮,৪৭,৫১৮।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪২,৬২৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৩২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৫,৩৯৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.২৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৪৮.৫২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৮,৫২,৮৬,৫৭০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৬২,৫৩,৭৪১ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৬২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২৫,৭৫৭ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও ভারতে সুস্থতার সংখ্যা রোজই বাড়ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৬,৬৬৮ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,০৯,৩৩,০২২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৩৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪৮ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৭০ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে বন্যায় ১,২২৫ গ্রাম প্রভাবিত সম্পূর্ণ সাহায্যের আশ্বাস কেন্দ্রের

ভোপাল, ৪ আগস্ট (হি.স.): অতিভারী বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায়। বন্যা-কবলিত মধ্যপ্রদেশের ১,২২৫টি গ্রাম, উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৫,৯৫০ জনকে। আরও ১,৯৫০ জনকে উদ্ধার করার কাজ চলছে। বুধবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, 'রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশে। ২৪০টি গ্রাম থেকে ৫,৯৫০ জনকে উদ্ধার করেছে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনাবাহিনী ও বিএসএফ। আরও ১, ৯৫০ জনকে উদ্ধার করার কাজ চলছে।' শিবরাজ আরও জানিয়েছেন, 'বৃষ্টি কমেছে এবং জলস্তর কমছে। শিবপুরীতে আমাদের কমিউনিকেশন সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেন্দ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছি আমি। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে।' মধ্যপ্রদেশ সরকারকে সর্বোতভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন শিবরাজের সঙ্গে কথা বলেছেন। বন্যা-পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের কথা হয়েছে।

বুধবার গোয়ালিয়রে বন্যা-কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। তিনি বলেন, 'সমস্ত মন্ত্রীরা কাজ করছেন। মিথ্যে গুজব শুনবেন না, সকলের কাছে এই অনুরোধ করছি। নদী সংলগ্ন সমস্ত গ্রামবাসী বন্যা-কবলিত। মানুষজনকে উদ্ধার করা আমাদের অগ্রাধিকার।' মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী ভিশ্বাস সারাং জানিয়েছেন, 'উদ্ধারকাজের দিকে সর্বদা নজর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। হাজার-হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে।'

নিউইয়র্কে রেস্তরা, জিম সহ একধিক জায়গায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক টিকাকরণ সার্টিফিকেট

নিউইয়র্ক, ৪ আগস্ট (হি. স.) : এবার থেকে নিউইয়র্কে জিম সহ এখাধিক জায়গায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হল টিকাকরণ সার্টিফিকেট। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে।

নিউইয়র্কের রেস্তরাঁ, জিম ও অন্যান্য ইনডোর প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে গেলে টিকাকরণ সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। এখনও অবধি নিউইয়র্কের ৬০ শতাংশ বাসিন্দা কমপক্ষে একটি টিকা পেয়েছেন। তবুও বেশ কয়েকটি এলাকায় এখনও সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি। সেই কারণেই এই টিকাকরণ সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

খাবার বা বিনোদন সংস্থার কর্মী, জিমের প্রশিক্ষকদেরও এই সার্টিফিকেট লাগবে। ইতিমধ্যেই "কি টু এনওয়াইসি পাস" দেওয়া শুরু হয়েছে, যা টিকাকরণের প্রমাণ হিসাবে দেখা যাবে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি কর্মীদের বাধ্যতামূলকভাবে করোনা টিকা নিতেই হবে, নয়তো প্রতি সপ্তাহে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভাঁটা কাটিয়ে রেকর্ড সূচকে পৌঁছল সেনসেক্স

মুম্বই, ৪ আগস্ট (হি. স.) : বিগত কয়েক মাসের ভাঁটা কাটিয়ে বুধবার সকালেই সেনসেক্স প্রায় ৪০০ পয়েন্ট বেড়ে ৫৪ হাজারের গণ্ডি পার করে। নিফটিও ১২৪.২৫ পয়েন্ট বেড়ে ১৬ হাজার ২৫৫-এ পৌঁছে রেকর্ড গড়ল।

এদিন সকালে বাজার খুলতেই বিএসই সেনসেক্স সূচক একলাফে ৪৭৮.৮৪ বেড়ে যায়। সেনসেক্স পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪,২৯৮.২০-এ। বাজারের প্রাথমিক ট্রেন্ডের তুলনায় বর্তমানে সেনসেক্স ৪১৫.৩৩ পয়েন্ট বেশি।

এ দিনের বাজার খুলতেই সবথেকে বেশি লাভ করেছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, ডঃ রেড্ডিজ ল্যাব, ইনফোসিস, রিলায়েন্স। অন্যদিকে, ভারতী এয়ারটেল, নেসলে ইন্ডিয়া, এসবিআই, এইচইউএল ও আল্ট্রাটেক সিমেন্টের শেয়ার কিছুটা ক্ষতির মুখে পড়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারেও সূচক ঊর্ধ্বমুখীই।

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উদয়পুর প্রেস ক্লাবের পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ আগস্ট।। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উদয়পুর প্রেস ক্লাব বরাবরই পুলিশ প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন ও বিভিন্ন করপোরেট সংস্থার সাথে আলোচনায় বসে অনেক বিষয়ে জনগনের সমস্যা লাঘবের চেষ্টা করে। আজ এই রকম জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উদয়পুর পালাটানা ও টি পি সির আধিকারিকদের সঙ্গে সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে রোগীদের সুবিধার্তে কিছু হুইল চেয়ার, ট্রেসার, ট্রলি, হ্যান্ড গ্লাভস, ইনজেকশন সিরিন সহ প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট প্রদান, জাতীয় সড়ক থেকে জেলা হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তায় সোলার লাইট লাগানো, জেলা হাসপাতালে কয়েকটি টয়লেটের ব্যবস্থা করা, মাতাবাড়ি ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দির চত্বরে কয়েকটি সায়েন্টিফিক টয়লেটের ব্যবস্থা করা , মাতাবাড়ি চত্বরে হাই ভোল্টেজ লাইট গুলো মেরামত করে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দুশো জয়েন্ট ব্যাঞ্চ প্রদান করা সহ উদয়পুর প্রেসক্লাবে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান সহ অন্যান্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনায় উঠে আসে কোভিড পেনডামিক অবস্থায় গোমতি জেলা শাসকের নিকট চল্লিশ লক্ষ টাকা ও টি পি সি - সি এস আর প্রকল্প থেকে দেওয়া হয়েছে। পালাটানা থেকে উদয়পুর খিলপাড়া আমতলা পর্যন্ত সোলার লাইট স্থাপনে এক কোটি পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়। আজ উদয়পুর

প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল ওটিপিসি পালাটানা প্ল্যান্টের ডিজিএম তাপস ভৌমিক, এইচ আর আশুতোষ চাঁন্দ এবং পাবলিক রিলেশান অফিসার চম্পা পালের সাথে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। ওটিপিসি পালাটানা প্লান্টের আধিকারিকরা উদয়পুর প্রেসক্লাবের এই দাবিগুলির যৌক্তিকতার বিষয়ে সহমত পোষণ করেন এবং বিষয় গুলো অবিলম্বে পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। আজকের উদয়পুর প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি দলে ছিলেন উদয়পুর প্রেসক্লাবের সভাপতি অপুরাম সরকার, সহ সভাপতি আয়ূব সরকার, সম্পাদক সোমেন সেন, কোষাধ্যক্ষ রাজিব ভৌমিক, সুকান্ত লস্কর , আরবের রহমান, সাইমন খান ,রূপক দাস দ্বীপ গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। গত কয়েক দিন আগে উদয়পুর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে গোমতি জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ও গোমতি জেলা শাসকের নিকট উদয়পুর ও গোমতি জেলার উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়- ধীরে ধীরে আলোচনার বিষয়বস্তুর সমাধান পাওয়া যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল উদয়পুর প্রেসক্লাবের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাঙালি বেশে রাজ্যসভায় শপথ জহর সরকারের

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি. স.) : ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বাংলায় শপথবাক্য পাঠ। বুধবার রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন জহর সরকার। পুরোদস্তুর বাঙালি পোশাকে।

নির্বাচন কমিশন রাজ্যসভার আসনে ৯ অগাস্ট উপনির্বাচনের দিন ধার্য করে। কিন্তু অন্য কোনও দল প্রার্থী না দেওয়ায় জহর সরকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্তরাত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে দীনেশ ত্রিবেদী বিজেপিতে যোগ দেন। সাংসদ পদ থেকেও ইস্তফা দেন। ফলে, আসনটি খালি পড়ে ছিল।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বেশ অঙ্ক কষেই জহর সরকারকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। মূলত আগামী লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই জহর সরকারকে প্রার্থী করা হয়েছে।এদিকে, পেগাসাস ইস্যুতে গত কয়েকদিন ধরেই অচল সংসদ।

বারবার মুলতুবি হয়েছে অধিবেশন। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, সংসদ অচল হওয়ার জন্য দায়ী বিরোধীরাই। অভিযোগ উড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়ন। টুইটে ডেরেক লেখেন, বিরোধীরা চায় সংসদ চলুক। কিন্তু সরকার ক্রমাগত বাধা দিচ্ছে।

খোয়াইয়ে ক্ষেত মজুরদের আট দফা দাবীতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৪ আগস্ট।। পৌর এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ক্ষেতমজুর ৮ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদানত্ত/ পৌর এলাকার রাস্তাগুলি অতি দ্রুত মেরামত, যারা সামাজিক ভাতা পায় তাদেরকে বাদ দেওয়া চলবে না, টুয়েফ প্রকল্পে বছরে দুইশ কাজ, ঘর ও শোচালয়ের কিস্তির টাকা অতি দ্রুত প্রদান সহ আট দফা দাবিতে খোয়াই পৌর পরিষদ নিকট স্মারকলিপি তুলে দেয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসন যেন স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার,দাবি জানিয়েছে। বুধবার দুপুরে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন খোয়াই বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে আট দফা ভিত্তিতে চারজনের প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি প্রদান করে খোয়াই পৌর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারি সি কে মলসমের নিকট। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ক্ষেতমজুরের সম্পাদক নন্দলাল গোপ, নির্মল বিশ্বাস, বিষ্ণুজিৎ দস্তিদার।

রাইমাভ্যালীতে তৎপর তিপ্রা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৪ আগস্ট।। এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষনা হয় নি। তিপ্রা মথা এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই গোটা রাইমাভ্যালি এলাকা জোরে তাদের সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ইএম রাজেশ ত্রিপুরার নেতৃত্বে প্রায় প্রতিদিনই চলছে কোথাও না কোথাও যোগদান সভা। আজ নারিকেল কুঞ্জ এডিসি ভিলেজে হয় আর একটি যোগদান সভা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইএম রাজেশ ত্রিপুরা। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথা রাইমাভ্যালি ব্লক সভাপতি মধ্যম রাম রিয়াং, বাসুদেব চাকমা, সরজয় ত্রিপুরা, প্রমোদ ত্রিপুরা, কান্ত চাকমা, পুলক চাকমা প্রমুখ। এদিনের যোগদান সভায় বিভিন্ন দল ত্যাগ করে ১৩ পরিবারের ২৯ ভোটার তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন। দল ত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরন করে নেন ইএম রাজেশ ত্রিপুরা। এদিনের যোগদান সভায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি বেশ সাড়া পড়ে।

গণমুক্তি পরিষদের প্রবীণ নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৪ আগস্ট।। সিপিআই(এম) রামনগর লোকাল কমিটির সম্পাদক ক্ষুদিরাম রিয়াং এর বাবা তথা গনমুক্তি পরিষদের প্রবীন সদস্য রামমোহন রিয়াং (৮৮) দীর্ঘ রোগভুগের পর মঙ্গলবার সন্ধ্যা রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওনার মৃত্যুর খবর পেয়ে বুধবার সকালে গন্ডাছড়া রামনগরসিত ধনবাবু পাড়ায় ওনার বাড়িতে ছুটে যান সিপিআই(এম) গন্ডাছড়া মহকুমা নেতৃত্ব ললিত ত্রিপুরা, ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সন্তোষ চাকমা, সুশান্ত হাজারি, সুমতি রঞ্জন চাকমা প্রমুখ। সিপিআই(এম) নেতৃত্বরা মরদেহে ফুল, মালা ও দলীয় পতাকা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মৃত্যু কালে তিনি তিন ছেলে, এক মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে গোটা এলাকা জোরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

জলের জন্য রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ আগস্ট।। রাস্তা অবরোধ যেন কোন ব্যাপারই না, দশ পনের জন একত্র হলেই বিভিন্ন বিষয়ে রাস্তা অবরোধ একটা মামুলি বিষয় হয়েছে উদয়পুর মহকুমায়। এই অপ সংস্কৃতি অবিলম্বে বন্ধের দাবি উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে। সমস্যা সমাধানে অন্যের ক্ষতি করে রাস্তারোখ মোটেই কাম্য নয়।আজ আবারো পানীয় জলের দাবিতে উদয়পুর মহকুমা কাকড়াবন ব্লকের পূর্ব পালাটানা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লা টিলায় প্রমীলা বাহিনী কলসি, বালতি ও বাঁশ নিয়ে উদয়পুর-কাকড়াবন রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখে প্রায় এক ঘন্টা। পরবর্তীতে কাকড়াবন থানার পুলিশ কর্তা মিজানুর রহমানের উপস্থিতি ও স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যস্থতায় অবরোধ উঠে।প্রায় কুড়ি দিন এই এলাকার জনগণ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রশাসনের নজরে নেওয়ার জন্য এই পথ অবরোধ বলে অবরোধ কারীরা জানিয়েছেন। পরে অবশ্য স্থানীয় নেতৃত্বের সহযোগিতায় গাড়ি দিয়ে পানীয় জলের ব্যাবস্থায় এলাকার জনগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এই স্বল্প সময়ের জন্য রাস্তা অবরোধ থাকায় রাস্তার দুপাশে অনেক যানবাহন আটকে পরায় জনগনের ভোগান্তি পোহাতে হয়। সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন এই রাস্তারোখ নামক অপ কর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে আগামী দিনে এই রাস্তারোখ ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তী সময় বাড়ির লোকজন তরিঘড়ি গাছ থেকে নামিয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের চিকিৎসক মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

সিএনজি

● **প্রথম পাতার পর**

গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অবিলম্বে বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করতে হবে। পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে হবে। প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে মিটার রিডিং করে গ্রাহদের বাড়ি বাড়ি বিলের কাগজ পৌঁছে দিতে হবে।

কুনাল ঘোষ

● **প্রথম পাতার পর**

বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় সরকার গঠন করে পশ্চিমবঙ্গের ধাচেই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। কিন্ত, একদিকে তিনি মানিক সরকারের শ্রদ্ধা করছেন অন্যদিকে তাঁর ব্যর্থতা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। এই দুইয়ের মিশেলে রাজনৈতিক মহলের দাবি, সিপিএমের সাথে সক্ষতা বাড়ানোর কৌশল এভাবেই নিয়েছে তৃণমূল।

কিশোর বর্মণ

● **আটের পাতার পর**

পড়বে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রকৃত অর্থে বিজেপি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে পাচ্ছে না।

এদিন তিনি বলেন, বিজেপি ছোট-বড় সমস্ত দলকেই শ্রদ্ধা করে। তাই, জোট ধর্ম বজায় থাকুক সেই চেষ্টা করি আমরা। তাতে, কখনো লোকসান সইতে হয়, আমরা তা সাদরে গ্রহণ করে থাকি। তাঁর মতে, প্রত্যেক নির্বাচনের ধরণ আলাদা, ইস্যু থেকে শুরু করে ভাবাবেগ সব কিছুই আলাদা হয়ে থাকে। ফলে, এডিসি নির্বাচনের ফলাফল দিয়ে বিধানসভা নির্বাচন বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর মতে, সাংগঠনিকভাবে আমরা আগের তুলনায় অনেক শক্তিশালী হয়েছি। আগামী দিনে আরও শ্রীবৃদ্ধি হবে। তাই, নির্বাচন নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় বিজেপি।

তাঁর দাবি, বিজেপি অনেক বড় দল এবং দলের সকলেই এক পরিবারের সদস্য। আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্ত দিনের শেষে সকলেই আমরা এক ও অভিন্ন। ফলে, বিরোধীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাঁর মতে, বিরোধীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ত্রিপুরায় উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ থেমে যাক। কিন্ত, জনভিত্তিহীন বিরোধীদের ডাকে আজ মানুষ তেমন সাড়া দিচ্ছেন না। কারণ, নতুন সরকার এবং বিগত সরকারের মধ্যে যখনই তুলনা করা হচ্ছে, পাল্লা বিজেপি জোট সরকারের ভারী হচ্ছে। তাই, মানুষকে সাথে নিয়ে উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অবিচল বিজেপি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তার প্রতিফলন দেখা যাবে দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

বাড়ল মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর**

মোট ৪৮,৫২,৮৬,৫৭০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৬২,৫৩,৭৪১ জনকে।

ভারতে ৪৭.৩১-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৮,৪৭, ৫১৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৭,৩১,৪২, ৩০৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৮,৪৭,৫১৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৬২৫ জন।

ফাস্ট ট্র্যাক

● **প্রথম পাতার পর**

মন্ত্রিসভার আজকের এই সিদ্ধান্ত মহিলা ও কন্যাশিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় দেশবাসীর প্রতি সরকারের অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে। এ ধরনের আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জমে থাকা ধর্ষণ ও পক্সো আইনে দায়ের করা মামলাগুলির নিষ্পত্তি দ্রুত হবে। সেই সঙ্গে, মামলার সংখ্যাও কমবে। ধর্ষণের শিকার মহিলা ও শিশুকন্যারা দ্রুত ন্যায়বিচার পাবেন। একই সঙ্গে যৌন নিপীড়নকারীদের দুষ্কর্ম করা থেকে বিরত রাখতে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ফলে পড়ে থাকা অমীমাংসিত মামলার স

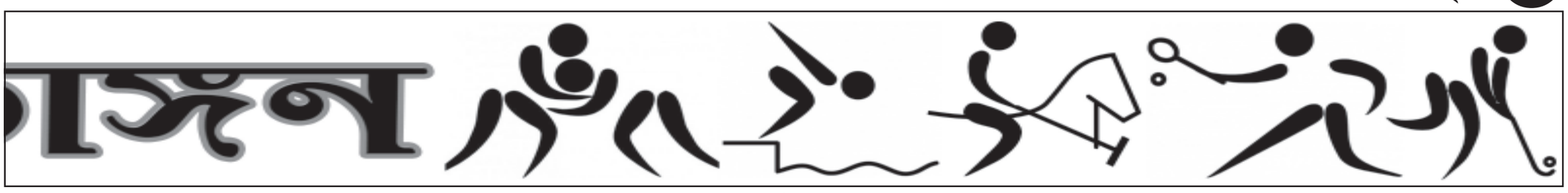

তিন নম্বর পদক এনে দিলেন লভলিনা অভিনন্দন রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): এবারের অলিম্পিকে ভারতের ঝুলিতে এল তৃতীয় পদক। সোনা জয়ের স্বপ্ন পূরণ না হলেও, ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের লভলিনা বড়গোহাঁই। মেয়েদের বক্সিংয়ের ওয়েল্টারওয়েট (৬৪-৬৯ কেজি) বিভাগের সেমিফাইনালে তুরস্কের বুসেনাজ সুরমেনেলির কাছে ০-৫ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন ভারতীয় বক্সার। শেষ চারে জায়গা করে নিয়ে আগেই পদক জয় নিশ্চিত করেছিলেন লভলিনা। অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ের পর লভলিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রমুখ। লাভলিনার সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

টুইট করে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'লভলিনা বড়গোহাঁইকে অভিনন্দন! কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় সঙ্কল্পের মাধ্যমে দেশকে গর্বিত করেছো তুমি। অলিম্পিকে তোমার ব্রোঞ্জ পদক অনেককেই অনুপ্রাণিত করবে।' প্রধানমন্ত্রী টুইট করে অভিনন্দন-বার্তায় জানিয়েছেন, 'দারুণ লড়েছো লভলিনা! বক্সিং রিংয়ে তাঁর সাফল্য বহু ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প প্রশংসনীয়।' লাভলিনার সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী জানান, লভলিনার জয় নারী শক্তি ও দৃঢ়তার সাক্ষী। তাঁর সাফল্য প্রতিটি ভারতবাসী, বিশেষ করে অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের কাছে অত্যন্ত গর্বের।' অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা টুইট করে লিখেছেন, 'অলিম্পিক বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ পদক জয়ের জন্য অসম-কন্যা লভলিনাকে অভিনন্দন।' টোকিও অলিম্পিকের সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছেন লভলিনা বড়গোহাঁই। তুরস্কের বুসেনাজ সুরমেনেলির বিরুদ্ধে হেরে গেলেন তিনি। ০-৫ ব্যবধানে হেরে গেলেন লভলিনা। তবে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন তিনি। এ বারের অলিম্পিকে তিন নম্বর পদক ভারতের। মেয়েদের বক্সিংয়ের ওয়েল্টারওয়েট (৬৪-৬৯ কেজি) বিভাগের সেমিফাইনালে তুরস্কের বুসেনাজ সুরমেনেলির কাছে ০-৫ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন ভারতীয় বক্সার। শেষ চারে জায়গা করে নিয়ে আগেই পদক জয় নিশ্চিত করেছিলেন লভলিনা।

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে ভারতের ঝুলিতে এল তৃতীয় পদক। মহিলা বক্সিং ৬৯ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন লাভলিনা বোরগোহাঁই। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তুরস্কের প্রতিপক্ষ বুসেনাজ সুরমেনেলির কাছে সেমিফাইনালে তিনি হেরেছেন। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে চিনা তাইপেইয়ের প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেশের জন্য পদক নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন লাভলিনা। এদিন লভলিনার ব্রোঞ্জ নিশ্চিত হতেই অভিনন্দনের বন্যায় ভেসে গিয়েছেন এই ক্রীড়াবিদ।

ট্যুইট করে তাঁকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তাঁর ট্যুইট, ''ভালো লড়েছ লভলিনা। বক্সিং রিংয়ে তাঁর সাফল্য অন্য ভারতীয়দের অনুপ্রেরণা দেবে। টোকিওয় ব্রোঞ্জ জেতার জন্য অভিনন্দন। ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা।'' চ্যাম্পিয়নের মতো লড়েছ। লভলিনাকে ট্যুইট করে এভাবেই অভিনন্দন জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি লেখেন, ''তোমার অধ্যাবসায় তরুণ ক্রীড়াবিদদের সেরাটা দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন।'' একইভাবে এদিন ট্যুইট করে ব্রোঞ্জজয়ী এই ক্রীড়াবিদকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনি লেখেন, ''তোমার পরিশ্রম এবং সঙ্কল্পের জোরে দেশকে গর্বিত করেছ। অলিম্পিকে তোমার ব্রোঞ্জ পদক তরুণদের প্রতিবন্ধকতা জয় করতে সাহায্য করবে।'' ভারতের দ্বিতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে অলিম্পিক বক্সিংয়ে পদক জিতলেন লভলিনা। এর আগে ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন মেরি কম। ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ যেতেন বিজেন্দ্র সিং। এদিন লভলিনার ব্রোঞ্জ নিশ্চিত হতেই তাঁকে ট্যুইটে অভিনন্দন জানান বিজেন্দ্র সিংও।

শেষ চারে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে নামতে চলেছেন রানিরা

টোকিও, ৪ আগস্ট (হি.স.) : হকিতে ইতিহাস গড়েছিলেন ভারতের মহিলারা। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবার অলিম্পিক্সের সেমিফাইনালে উঠেছিল ভারতের মহিলা হকি দল। সেই অস্ট্রেলিয়া, যারা সোনা জয়ের প্রধান দাবিদার ছিল এবং পুল এ-র শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। অগ্নিপরীক্ষার ম্যাচে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারতের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন গুরজিৎ কৌর। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন তিনি। অনেক চেষ্টা করেও সেই গোল আর পরিশোধ করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া।

এই নিয়ে মাত্র তিনবার অলিম্পিক্সে খেলছে ভারতের মহিলা হকি দল। ১৯৮০ সালে রাউন্ড রবিন লিগ ফর্ম্যাটে খেলা হয়েছিল। চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিলেন মহিলারা। এরপর ২০১৬ সালে খেলেছিল ভারত। তবে বলার মতো কিছুই করতে পারেনি। তৃতীয় প্রচেষ্টায় ইতিহাস গড়লেন মহিলারা। কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়ে দিলেন বিশ্বের দুই নম্বর দলকে।

এর আগে পুরুষদের হকিতে সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল ভারতকে। মনপ্রীতদের ৫-২ গোলে হারতে হয় সেমিতে। এবার মহিলাদের হকির দিকেই তাকিয়ে সবাই। ইতিহাস গড়তে পারেন কিনা রানি রামপলরা, তা এখন দেখার।

ভারতের একাদশ: সবিতা পুনিয়া (গোলকিপার), দীপ গ্রেস এক্কা, গুরজিৎ কৌর, উদিতা নেহা গয়াল, মোনিকা মালিক, রানি রামপাল (অধিনায়ক), নভনীত কৌর, বন্দনা কাতারিয়া, নভজ্যোৎ কৌর, নিশা.

দেশকে উৎসর্গ করতে চাই পদক, সমর্থনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ : লভলিনা

টোকিও ও নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে জেতা ব্রোঞ্জ পদক দেশকে উৎসর্গ করলেন ভারতীয় বক্সার লভলিনা বড়গোহাঁই। টোকিও থেকে লভলিনা বড়গোহাঁই জানিয়েছেন, 'নিজের পদক আমি দেশকে উৎসর্গ করতে চাই। আমার জন্য প্রার্থনা করায় দেশবাসী ও অসমের জনগণকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। পাশাপাশি আমার কোচকে ধন্যবাদ, যাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ।'

সোনা জয়ের স্বপ্ন পূরণ না হলেও, অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের লভলিনা বড়গোহাঁই। মেয়েদের বক্সিংয়ের ওয়েল্টারওয়েট (৬৪-৬৯ কেজি) বিভাগের সেমিফাইনালে তুরস্কের বুসেনাজ সুরমেনেলির কাছে ০-৫ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন ভারতীয় বক্সার।

জাপানের উপকূলে ৬.০ তীব্রতার ভূমিকম্প, কাঁপল অলিম্পিক গেমস ভিলেজও

টোকিও, ৪ আগস্ট (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপানের উপকূল। বুধবার সকালে (জাপানের সময় অনুযায়ী) ৬.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জাপানের উপকূলে, কেঁপে ওঠে অলিম্পিক গেমস ভিলেজও। শক্তিশালী ভূকম্পন সত্ত্বেও সুনামির কোনও সম্ভাবনা নেই। জাপানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ ৬.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জাপানের ইবারাকি প্রিফেকচারের উপকূলে, কেঁপে ওঠে রাজধানী টোকিও-সহ জাপানের বিস্তীর্ণ অংশ।

ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল জাপানের উপকূলের ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) গভীরতায়। এই ভূমিকম্পে সুনামির কোনও সম্ভাবনা ছিল না। অলিম্পিক গেমস ভিজেলে থাকা অনেক সাংবাদিক জানিয়েছেন, ২২ সেকেন্ড থেকে ৩ মিনিট পর্যন্ত কম্পন অনুভব করেন। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। প্রসঙ্গত, জাপানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। ভয় থাকে সুনামিরও। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

স্বর্ণ জয় হয়নি, হতাশ হলেও ব্রোঞ্জপ্রাপ্তিতেই খুশি ভবিষ্যতে সফল হবেন, বলেছেন অসমকন্যা লাভলিনা

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : স্বর্ণ জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়নি, তবে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছেন। তাতেই খুশি, সন্তুষ্ট। বলেছেন ভারত তথা অসমকন্যা লাভলিনা বড়গোহাঁই। অলিম্পিক গেমসের বক্সিঙের রিং থেকে নামার পর আজ ভারতীয় সময় বেলা প্রায় বারোটায় হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে লাভলিনার টেলিফোনে কথা হচ্ছিল। স্বল্পক্ষণের টেলিফোনিক আলাপচারিতায় এভাবেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন লাভলিনা।

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রথমে বড়গোহাঁই বলেন, 'কী বলব, বলার মতো অবস্থায় এ মুহূর্তে নই। আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারিনি। আমার জন্য দেশ তথা অসমের জনতা নিশ্চয়ই কষ্ট অনুভব করছেন।' বলেন, 'বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তুরস্কের বুসেনাজ সুরমেনেলি একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাঁর সঙ্গে ফাইট দেওয়া খুব সহজ ছিল না। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বলে সে অনুযায়ী রণকৌশল প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু আমার কৌশল পরাজিত হয়েছে। তাই খারাপ লাগছে। তবু আপ্রাণ লড়াই করেছি। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের কাছে হেরেছি, কিছুটা হতাশ তো হয়েছিই। কারণ যা আশা ছিল তা পূরণ হয়নি। অবশ্য আমি সুখি, ভারতের হয়ে অলিম্পিকে খেলে দেশকে অন্তত ব্রোঞ্জ মেডেল এনে দিতে পেরেছি।' বিষয়টাকে খেলোয়াড় সুলভ মনসিকতায় নিয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রদর্শন করবেন, স্বর্ণপদক এনে ভারতকে গৌরবোজ্বল করবেন, আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন অসমকন্যা মুষ্টিযোদ্ধা লাভলিনা। আগামী ৯ তারিখ (৯ আগস্ট) রাজ্যে ফিরছেন। অসমবাসীর কাছে কী প্রত্যাশা করছেন, এই জিজ্ঞাসার জবাবে লাভলিনা বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। অসমের আপামর জনতা অকুণ্ঠ আশীর্বাদ দিয়েছেন আমাকে। সকলের সম্মিলিত আশীর্বাদেই-তো এতদূর এগোতে পেরেছি।' বলেন, 'আমার গৃহজেলা গোলাঘাট। গোলাঘাটের বড়পথারের বারমুখিয়া গ্রামের বাড়ি যাইনি বহুদিন। প্রায় এক বছর। রাজ্য সরকার আমার গ্রামের ভঙ্গুর রাস্তা পাকা করেছে। নতুন রাস্তা দিয়ে বাড়ি যাব, এই আনন্দ ধরে রাখতে পারছি না।' তবে গ্রামের রাস্তা তৈরি করায় তিনি রাজ্য সরকারকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ভারতীয় এবং সহযোগী খেলোয়াড়দের জন্য কী ম্যাসেজ দেবেন, জিজ্ঞাসা করনে লাভলিনা বলেন, 'আমি যে কাজ করি, সেই কাজের প্রতি একাগ্রভাবে মন স্থির করি। তখন আমি ভাবি কাজটি নিশ্চিতভাবে করতি পারব। তা কেবল আমা ক্ষেত্রেই নয়, সকলেই মন স্থির করলে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন। এককথায় নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা একান্ত দরকার।'

শীর্ষে চিন, অলিম্পিক্সে পদক তালিকায় ৬৩ নম্বরে ভারত

টোকিও, ৪ আগস্ট (হি.স.) : অলিম্পিক্সে পদক তালিকায় ৬৩ নম্বরে রয়েছে ভারত। কিনিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পর্তুগালের সঙ্গে যুগ্মভাবে। এখনও পর্যন্ত তিনটি পদক পেয়েছে ভারত। একটি রুপো ও দুটি ব্রোঞ্জ। ভারোত্তোলনে মীরাবাঈ চানু রুপো জিতেছিলেন। ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন পি ভি সিন্ধু। বুধবার বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন লভলিনা বড়গোহাঁই। তবে ভারতের চতুর্থ পদকও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। কারণ, কুস্তির ফাইনালে উঠেছেন রবিকুমার দাহিয়া। অন্তত রুপো তিনি পাচ্ছেনই।

টোকিও অলিম্পিক্সে কুস্তির সেমিফাইনালে জিতলেন ভারতের রবি কুমার। কুস্তির ৫৭ কেজি বিভাগে কাজাখস্তানের পালোয়ান নুরিস্লাম সানায়েভের বিরুদ্ধে জিতলেন তিনি। তবে ফাইনালে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করে রয়েছে রবির জন্য। তাঁর মুখোমুখি হবেন টানা দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জাভুর উগুয়েভ। সেই ম্যাচ জিতলেই সোনা পেয়ে যাবেন রবি। সেক্ষেত্রে পদক তালিকায় অনেকটাই ওপরে উঠে আসবে ভারত। অলিম্পিক্স পদক তালিকায় ৩২টি সোনা, ২২টি রুপো ও ১৬টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ৭০টি পদক জিতে শীর্ষে রয়েছে চিন। তারা কার্যত ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে সোনার পদক চিনের তুলনায় তাদের সাতটি কম। ২৫টি সোনা, ৩০টি রুপো ও ২২টি ব্রোঞ্জ জিতে পদক তালিকার দুই নম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২০টি সোনা সহ মোট ৩৯টি পদক জিতে তালিকায় তিন নম্বরে আয়োজক দেশ জাপান। বুধবার লড়াই করেও অলিম্পিক্সে মহিলা হকির সেমিফাইনালে আর্জেন্তিনার কাছে ২-১ গোলে হেরে গেল ভারতীয় দল। রানি রামপালরা গোল করে শুরুতেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। তবে ম্যাচের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে গোল পরিশোধ করে দেয় আর্জেন্তিনা। তৃতীয় কোয়ার্টারে গোল করে ২-১ এগিয়ে যায় আর্জেন্তিনার মহিলা হকি দল। তারপর আর্জেন্তিনা বক্সে মুহুর্মুহু আক্রমণ তুলে আনলেও গোল শোধ করতে পারেনি ভারত।

সেমিফাইনালে লড়েও হার ভারতের মহিলা হকি দলের

টোকিও, ৪ আগস্ট (হি.স.) : অলিম্পিক্সের ইতিহাসে প্রথমবার ভারতীয় মহিলা হকি দলের ফাইনালে ওঠার সুযোগ ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। আর্জেন্টিনার কাছে ১-২ ব্যবধানে হেরে গেলেন রানি রামপালরা। শুক্রবার ব্রোঞ্জ পদক জয়ের লক্ষে নামছে লড়াইয়ে।

শুরুটা হয়েছিল স্বপ্নের মতো। দু'মিনিটের মাথায় পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত।

সরাসরি গোল করে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন গুরজিৎ কৌর, যাঁর গোলে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিল ভারত। কিন্তু ম্যাচ যত এগোচ্ছিল, ততই ভারতের উপর জাঁকিয়ে বসেছিল আর্জেন্টিনা। রানি রামপালের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় হকি দল কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি। পাল্টা লড়ে যাচ্ছিল তারাও।তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই সমতা ফেরায় আর্জেন্টিনা। পেনাল্টি কর্নার গোল করেন অধিনায়ক মারিয়া বারিয়োনুয়েভো। আর্জেন্টিনা আক্রমণ বজায় রেখেছিল। অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করছিল বলের।

কিন্তু মেসির দেশের মেয়েরাও মাথা ঠান্ডা রেখেছিলেন। বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ভারতের 'ডি' বক্সে ঢুকে একের পর এক পেনাল্টি কর্নার আদায় করছিলেন তাঁরা।সে রকমই একটি পেনাল্টি কর্নার থেকে দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় আর্জেন্টিনা। সেই বারিয়োনুয়েভোই গোল করে রানি রামপালদের স্বপ্নভঙ্গ করে দেন।

হেরে গিয়েও পদক জয়ের সুযোগ ভারতের মহিলা কুস্তিগীর আনশু মালিকের

টোকিও, ৪ আগস্ট (হি.স.) : কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে কুস্তিতে হেরে গিয়েও পদক জয়ের সুযোগ ভারতীয় মহিলা কুস্তিগীর আনশু মালিকের। বুধবার তিনি হেরে গিয়েছেন, বেলারুশের সেই ইলিনা কুরাচকিনা ফাইনালে পৌঁছনোর রেপেশাঁয় খেলার সুযোগ পাবেন আনশু। বুধবার কুস্তির প্রথম রাউন্ডেই হেরে যান আনশু। তবে কুস্তির নিয়ম অনুযায়ী, কোনও কুস্তিগীর যে প্রতিপক্ষের কাছে হারেন, তিনি ফাইনালে পৌঁছলে রেপেশাঁ রাউন্ড খেলার সুযোগ পান পরাজিতরা। সেই রেপেশাঁ রাউন্ডে জিতলে ব্রোঞ্জ জিতবেন কুস্তিগীর। সেই নিয়মেই ব্রোঞ্জ জয়ের সুযোগ পাবেন আনশু। অন্যদিকে,আরও একটি পদক নিশ্চিত হল ভারতের। টোকিয়ো অলিম্পিক্সে কুস্তির সেমিফাইনালে জয় ভারতের রবি কুমারের। কুস্তির ৫৭ কেজি বিভাগে কাজাখস্তানের নুরিস্লাম সানায়েভের বিরুদ্ধে জিতেলেন তিনি। শুরুতে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও ম্যাচে ফিরে এসেছিলেন কাজাখস্তানের প্রতিপক্ষ।

লাভলিনাকে শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.) : অলিম্পিকে পদকজয়ী লাভলিনাকে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বুধবার তিনি টুইটে লিখেছেন, "লাভলিনা বরোগোহাইকে অলিম্পিকস ২০২০তে ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার অসাধারণ চেষ্টা আমাদের দেশকে গর্বিত করেছে। আপনার অত্যন্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রার্থনা করছি।" সামাজিক মাধ্যম গোষ্ঠী 'বাংলার গর্ব মমতা' টুইটে লিখেছে, "গোটা দেশ আজ আবারও গর্বিত ! লাভলিনা বরোগোহাইকে অলিম্পিকস ২০২০তে ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কুস্তিতে কোয়ার্টার ফাইনালে রবি কুমার ও দীপক, জ্যাভলিনে ফাইনালে নীরজ

টোকিও, ৪ আগস্ট (হি.স.): কুস্তিতে ৫৭ কেজি বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন ভারতীয় কুস্তিগীর রবি কুমার দাহিয়া। কলম্বিয়ার অস্কারকে হারিয়ে দিলেন ১৩-২ ব্যবধানে। প্রথম রাউন্ডের শেষে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন রবি। কুস্তিতে ৫৭ কেজি বিভাগে রবি হারিয়ে দিলেন কলম্বিয়ার অস্কারকে। রবি কুমার ছাড়াও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন দীপক পুনিয়া। কুস্তিতে ৮৬ কেজি বিভাগে নাইজেরিয়ার প্রতিপক্ষ অগিমরকে ১২-১ ব্যবধানে হারিয়ে দিলেন তিনি।

মেয়েদের কুস্তিতে হারলেন অংশু মালিক। ১৯ বছরের অংশু মালিক প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে ৫৭ কেজি বিভাগে লড়েন। বিশ্বের তিন নম্বর কুস্তিগীরের বিরুদ্ধে ২-৮ ব্যবধানে হেরে যান তিনি। তাঁর প্রতিপক্ষে থাকা বেলারুশের ইরিনা কুরাচকিনা জিতলে ফের লড়াইয়ের সুযোগ পাবেন অংশু। অন্যদিকে, জ্যাভলিনের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন নীরজ। ৮৬.৬৫ মিটার ছুড়ে সরাসরি ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন তিনি। জ্যাভলিন থ্রোয়ের ফাইনাল ৭ অগস্ট।

সেমিফাইনালে ০-৫ ব্যবধানে হার, ব্রোঞ্জ জিতলেন লভলিনা

টোকিও, ৪ আগস্ট (হি.স.): সোনা জয়ের স্বপ্ন পূরণ হল না। বিশ্বচ্যাম্পিয়নের কাছে হেরে ব্রোঞ্জ পদকেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতের লভলিনা বড়গোহাঁইকে। টোকিও অলিম্পিকের সেমিফাইনালে হেরে গেলেন লভলিনা বড়গোহাঁই। তুরস্কের বুসেনাজ সুরমেনেলির বিরুদ্ধে হেরে গেলেন তিনি। ০-৫ ব্যবধানে হেরে গেলেন লভলিনা। তবে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন তিনি। এ বারের অলিম্পিকে তিন নম্বর পদক ভারতের।

মেয়েদের বক্সিংয়ের ওয়েল্টারওয়েট (৬৪-৬৯ কেজি) বিভাগের সেমিফাইনালে তুরস্কের বুসেনাজ সুরমেনেলির কাছে ০-৫ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন ভারতীয় বক্সার। শেষ চারে জায়গা করে নিয়ে আগেই পদক জয় নিশ্চিত করেছিলেন লভলিনা। সেমিফাইনাল জিতলে সোনা জয়ের দৌড়ে নাম লেখাতে পারতেন। কিন্তু, তুরস্কের বুসেনাজ সুরমেনেলির বিরুদ্ধে হেরে সোনা বা রুপো জয়ের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল লভলিনার।

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA INVITES TENDERS IN SEALED COVERS FROM BONAFIDES FIRMS/SUPPLIERS FOR SUPPLY OF STORE ARTICLES TO WEST DISTRICT STORE (FROMS & STATIONERY) FOR USE OF THE WEST TRIPURA DISTRICT POLICE PERSONNEL FOR THE YEAR OF 2021-22.

THE TENDERS/ QUOTATIONS WILL BE RECEIVED AT THE SUPERINTENDENT OF POLICE (WEST) OFFICE ON. 24/08/2021 FROM 10.30 HRS TO 15.30 HRS. THE TENDERS/QUOTATIONS WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT 16.00 HRS IN PRESENCE OF REPRESENTATIVES OF THE TENDERERS WILLING TO BE PRESENT AT THAT TIME.

LIST OF STORE ARTICLES AND TERMS AND CONDITIONS REGARDING TENDER ARE AVAILABLE AT FORMS AND STATIONERY STORE, A.D.NAGAR POLICE LINE, AGARTALA, WEST TRIPURA OF FREE OF COST.

Sd/- Illegible
SUPERINTENDENT OF POLICE
WEST TRIPURA, AGARTALA

ICA-C-1601/2021-22

Dated: Agartala, 3rd August, 2021

Name of the work: Notice Inviting SNIQ for **"Reagents for LCMS equipment for Multi-Disciplinary Research Unit, AGMC and GBP Hospital, Agartala"**

One Short Notice Inviting Quotations (SNIQ) as mentioned above are hereby invited from resourceful, experienced and licensed manufacturer or their authorised local supplier, dealer/distributors. For detail tender information and document may be seen at notice board of AGMC and AGMC college website (www.agmc.nic.in).

Principal
AGMC & GBP Hospital
Agartala

ICA-C-1591/2021-22

বিজ্ঞপ্তি

আগামী জুলাই ২০২২ বর্ষে দেরাদুনস্থিত 'রাস্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারী কলেজে-এ (আর.আই.এম.সি.) অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও অনুষ্ঠিত হবে। ইংরেজী, গণিত এবং সাধারণজ্ঞান বিষয়ে আগামী ১৮ই ডিসেম্বর ২০২১ ইং তারিখে এস.সি.ই.আর.টি. (রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ) আগরতলা, অভয়নগর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষা কেবল মাত্র ছাত্রদের জন্য।

স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠরত ছাত্রের জন্ম **২রা জুলাই ২০০৯ ইং হইতে ১লা জানুয়ারী ২০১১** সালের মধ্যে হতে হবে। যারা **১লা জানুয়ারী ২০২২ ইং তারিখে** আর.আই.এম.সি-তে ভর্তির সময় সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত থাকবে অথবা সপ্তম শ্রেণী উত্তীর্ণ হবে, তারাই কেবল উক্ত পরীক্ষায় বসতে পারবে।

এই ভর্তি পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক ছাত্রের পিতা/মাতা/অভিভাবকগন দেরাদুন আর.আই.এম.সি.কমান্ডেন্টের নিকট সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেত্রে ৬০০ (ছয়শত) টাকা এবং এস.সি. / এস.টি. ছাত্রদের ক্ষেত্রে (এস.সি. / এস.টির প্রমাণপত্র দিতে হবে) ৫৫৫ (পাঁচশত পঞ্চান্ন) টাকা অনলাইনে অথবা ব্যাঙ্ক ডিমান্ড ড্রাফট স্পিড পোষ্টের মাধ্যমে "THE RASHTRIYA INDIAN MILITARY COLLEGE, GARHI CANTT, DEHRADUN, UTTARAKHAND, PIN-248003" এই ঠিকানায় পাঠিয়ে পরীক্ষায় বসার আবেদনপত্র, প্রসপেক্টাস ও পুরনো প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যাঙ্ক ড্রাফটটি "THE COMMANDANT RIMC DEHRADUN", DRAWEE BRANCH, STATE BANK OF INDIA, TEL BHAVAN, DEHRADUN, (BANK CODE-01576), UTTARAKHAND এই নামে কাটতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এস.সি.ই.আর.টি. অভয়নগর, অফিসে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, প্রয়োজনে আর.আই.এম.সি. ওয়েবসাইট www.rimc.gov.in ও দেখা যেতে পারে। উল্লেখ, সংগৃহীত আবেদন পত্র পূরণ করে এস.সি.ই.আর.টি,অভয়নগর,অফিসে ৩০ শে অক্টোবর ২০২১ ইং তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

স্বাক্ষর
অধিকর্তা
এস.সি.ই.আর.টি, আগরতলা

ICA-D-593/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11/EE/KD/2021-22 Dt. 29.07.2021

SL .NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
3.	Periodical Renewal of 1) road starting from Shibmandir road to NH-08 via Uttar Pabiacherra Coloney High School (Total length - 1.50 Km) and 2) road from Saradapally road near Kartik Das house to Ratiabari road near petrol pump via Kalyan Ashram during the year 2021-22/SH: Patch metalling, grouting, carpeting and sand seal coat etc. DNIT No.28/SE(I)/KGT/2021-22	Rs.38,58,433.00	Rs.38,584.00	6 (six) months	Up to15.00 Hrs on 18.08.2021	At 16.00 Hrs on 18.08.2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4.	Construction of pitch and metelling on the road from PWD road to Pratap Debnath para AWC at Sarkar Majumder para under West Kanchanbari GP, Kumarghat RD Block, Unakoti Tripura under BADP Scheme. DNIT No.37/EE/KD/2021-22	Rs.11,49,816.00	Rs.11,498.00	3(Three) months				

Details can be seen in the office of the Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura or through website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engtheer
Kumarghat Division, PWD(R&B)
Kumarghat, Unakoti Tripura

ICA-C-1597/2021-22

ত্রিপুরায় বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নেই ঃ কিশোর বর্মণ

আগরতলা, ৪ আগস্ট (হিঃসঃ) ।। ত্রিপুরায় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দেখছেন না বিজেপির নতুন প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণ। তাঁর কথায়, সিপিএমের প্রতি মানুষ এতটাই বীতশ্রদ্ধ, যে কোন মূল্যে তাঁরা ক্ষমতায় ফিরে না আসুক চাইছেন সবাই। আজ হিন্দুস্থান সমাচারের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে এভাবেই ত্রিপুরায় বিজেপির সাংগঠনিক অবস্থার বর্ণনা দিলেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, এখন পার্টি অফিস থেকে সরকার পরিচালিত হচ্ছে না। একেই বলে পরিবর্তন।

দীর্ঘ সময় ত্রিপুরার বাইরে বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলেছেন কিশোর বর্মণ। সদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের দলের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখন তাঁকে ত্রিপুরার কামান সামলাতে পাঠিয়েছেন। বুথ স্তরে কাজ করতে পছন্দ কিশোর বর্মনের মতে, সংগঠনে কর্মী সংখ্যা প্রচুর। তাঁদের শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ ভাগ করে দেওয়াই লক্ষ্য।

তিনি বলেন, দীর্ঘ কয়েক বছর পর ত্রিপুরায় ফিরে বহু পরিবর্তন চোখে পড়ছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় অতীতে সিপিএমের পতাকা না ধরলে চাকুরী থেকে শুরু করে ভাতা কিংবা অন্যান্য সরকারি সুযোগ সুবিধা কিছুই পাওয়া যেত না। আজ তার পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, আগে পার্টি অফিস থেকে সরকার পরিচালিত হতো। অথচ, এখন সরকার স্বতন্ত্রভাবে জনগণের কাছে পৌছে যাচ্ছে। অনলাইনে মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন।

তিনি তুলনা টেনে এনে বলেন, ত্রিপুরায় করোনার টিকাকরণে ৯০ শতাংশ সফলতা অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মানুষের জন্য টিকা পাঠাচ্ছেন, ত্রিপুরা সরকার বিনামূল্যে ওই টিকা মানুষের কাছে পৌছে দিচ্ছে। অথচ, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের ক্যাডাররা টিকার বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করছে। তাঁর অভিযোগ, সরকারী প্রক্রিয়ায় ৩১৫ টাকার বিনিময়ে জনগণ টিকা পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, বিজেপি সমর্থকদের টিকা দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর দাবি, বিজেপি করার অপরাধে পশ্চিমবঙ্গে করোনার টিকা পাচ্ছেন না মানুষ, ত্রিপুরায় দলমত নির্বিশেষে সকলেই সরকারি সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, জালিয়াতির চরম সীমায় পৌছে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সাংসদের শরীরে ভুয়ো টিকা দেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, বিরোধীরা ত্রিপুরায় কোন ইস্যু খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই, কেবল বিরোধিতার জন্য ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে আবোল-তাবোল বকছেন। তাঁর মতে, ত্রিপুরায় তৃণমূলের সাথে সিপিএমের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে গাঁট বাঁধার সম্ভাবনা নিয়ে আখেরে বিজেপির উপকার হয়েছে। কারণ, নীতি, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তৃণমূলের সাথে সমঝোতা প্রকৃত কমিউনিস্টরা মেনে নিতে পারছেন না। তাই, অনেকেই এখন বিজেপির সাথে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছেন।

তাঁর মতে, কংগ্রেসের পরিবর্তীত রূপ তৃণমূল। তাঁদের সম্পর্কে যাঁরা প্রকৃত সত্য জানেন তাঁরা কখনই তৃণমূলকে সমর্থন করবেন না। ফলে, ত্রিপুরা যাঁরা এখনো কমিউনিজম কিংবা কংগ্রেসের মতাদর্শে বিশ্বাস রাখেন তাঁরা আদর্শের বিসর্জন মেনে পারবেন না। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় তৃণমূল যত বেশি ততরতা দেখাবে আখেরে বিজেপির তত বেশি লাভ হবে।

তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গে তৈরী পরিস্থিতির জন্য বিভিন্ন দিক দিয়ে তৃণমূল কোনঠাসা। ফলে, সেই ইস্যু থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই তাঁরা ত্রিপুরার প্রতি অতি বেশি আগ্রহী হয়েছেন। বাস্তবে, ত্রিপুরায় তাঁদের কোন অস্তিত্ব নেই। ফলে, বিধানসভা নির্বাচনে তার কোন প্রভাব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে জলের ট্যাঙ্ক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ আগস্ট ।। শান্তির বাজার মহকুমায় তিনটি জলের ট্যাঙ্কিই ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই প্রশাসনের। বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমায় পানীয় জলের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের অর্থ ব্যয় করে তৈরি করা হয়েছিলো জলের ট্যাঙ্কি। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এই ট্যাঙ্কিগুলি নির্মান করা হলেও এই সব ট্যাঙ্কি থেকে জলের পরিষেবা পায়নি লোকজনেরা।

বর্তমানে শান্তির বাজার মহকুমায় ভগ্নদশায় ঐ তিনটি জলের ট্যাঙ্কি রয়েছে। বাইখোড়ার চড়কবাই গ্রামপঞ্চায়েত সংলগ্ন, শান্তির বাজার থানা সংলগ্ন ও কাঞ্চননগর পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় জলের ট্যাঙ্কিগুলি রয়েছে। জানা যায় কাঞ্চন নগর পঞ্চায়েত সংলগ্ন যে জলের ট্যাঙ্কিটি রয়েছে এই ট্যাঙ্কী নির্মানের পর থেকে কোনো এক অজ্ঞাত কারনে ট্যঙ্কিটি চালু করা হয় নি। এলকাবসীর অভিযোগ, নির্মানকারী ঠিকেদারের কারনে এই ট্যাঙ্কির জলের পরিষেবা পায়নি লোকজনেরা।

বর্তমানে এই ট্যাঙ্কি গুলি ভগ্নদশায় খসে খসে পড়ছে। ট্যাঙ্কির পাশ দিয়ে প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে লোকজন ও যানবাহন চলাচল করছে। যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

এলাকাবাসী চাইছেন দ্রুত ট্যাঙ্কিগুলি সারাই করা হোক যাতে করে এই ট্যাঙ্কি থেকে সকলে জলের পরিষেবা পায়। এই ট্যাঙ্কির ব্যাপারে ডিডব্লিউএস দপ্তরের নিকট জানতে চাওয়া হলে দপ্তরের এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অনুপ চক্রবর্তীর খোঁজ পাওয়া যায় নি। এখন দেখার বিষয় এই ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় থাকা জলের ট্যাঙ্কি মেরামত করতে দপ্তর কি পদক্ষেপ গ্রহন করে।

মানিকভান্ডারে ধানের বীজ বিতরণ কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট ।। এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বুধবার কমলপুরের মানিক ভান্ডার মৈত্রী ভবনে বাছাই করা কৃষকদের মধ্যে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশনে হাইব্রিড ধান বীজ বিতরণ করলো ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে।কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। পাশাপাশি ধান উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন রাজ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের নানা সুবিধা দিতে কাজ করে চলেছে ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চার আওতায় বুধবার মাণিক ভান্ডারের মৈত্রী ভবনে মানিক ভান্ডার ক্লাস্টারের ৭০ জন কৃষকদের মধ্যে হাইব্রিড আমন ধানের বীজ বিতরণ করা হল। ১০ হেক্টর জমিতে চাষ হবে পরীক্ষামূলক ভাবে এবং গোটা জেলায় চাষ হবে ১১০ হেক্টর জমিতে। মাণিকভান্ডার মৈত্রী ভবনে এদিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র সায়েনটিস্ট ড় প্রদীপ কুমার দাস এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা কিষাণ মোর্চার কমলপুর মন্ডল কমিটি। স্থানীয় কৃষকরা এই উদ্যোগে যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সরকারি সাহায্যের দাবী জানাল জুমিয়া পরিবারগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট ।। রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা গুলিতে উপজাতি জনগন এখনো জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। জুম চাষীদের সরকারি সাহায্য সহায়তা বাড়ানোর জন্য জুমিয়া পরিবারগুলো দাবি জানিয়েছে। রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিদের জীবনযাপনের অন্যতম হল জুম চাষ। জুম চাষ করেই উপজাতিদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি রা জুম চাষের উপর নির্ভর করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। সারা বছরই তারা বিভিন্ন ফসল করে থাকে। জুম চাষের মাধ্যমে জুমিয়া পরিবারগুলো আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই বর্ষা কালীন সময় তারা জুমের মধ্যে ধান চাষ সহ বিভিন্ন ফসল করে থাকে। জুম চাষের এ ধরনের চিত্র দেখা গেল লংতরাই পাহাড়ে তিলক কুমার রোয়াজা পাড়া এলাকায়। এ এলাকাটি আমবাসা মহকুমাধীন। ওই এলাকার বাসিন্দা নরেন ত্রিপুরা এবছর বাহাত্তর কেজি ধান বীজ জুমে চাষ করেছেন। প্রায় ছোট-বড় তিনটি টিলায় নরেন ত্রিপুরা জুম ক্ষেত করেন। ধান চাষের পাশাপাশি এই জুমে ভুট্টা কোমড় সহ অন্যান্য ফসল করেন। তিনি জানান ,প্রায় তিন চার বছর ধরে জুম চাষ করে আসছেন। সংসার প্রতিপালনের জন্য এই জুমের ফসলের উপরই উনাকে নির্ভর করতে হয়। পাশাপাশি জানান, জুম চাষ করতে গিয়ে সরকারিভাবে কোনো সুযোগ-সুবিধা উনারা এখনো পাননি। জুমে উৎপাদিত ফসল কিছুটা বাজারজাতও করেন বলে জানান নরেন ত্রিপুরা। তিনি আরো জানান, বর্তমানে জুম চাষ করে তেমন লাভবান নয় জুমিয়ারা। কারণ হিসেবে জানান পূর্বে জুম চাষে উৎপাদিত ফসল উনারা ছাত্রাবাসগুলোতে বিক্রি করে কিছুটা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারতেন। বর্তমানে করোণা পরিস্থিতি চলাকালীন ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাই জুমের উৎপাদিত ফসল এখন বিক্রি করতে তাদের খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জুম চাষীদের চাষাবাদে আর্থিক সাহায্য করার জন্য রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন জুম চাষীর। সরকারি সাহায্য পেলে তারা আরও ভালোভাবে করতে পারবেন বলেও জানান।

পরিবারের পাশে আছি, নাবালিকার অভিভাবকদের আশ্বস্ত করলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): দিল্লিতে ৯ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ক্রমেই চড়ছে পারদ। বুধবার সকালেই ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করে রাহুল বলেছেন, তিনি তাঁদের পাশে আছেন। পাশাপাশি জাতীয় শিশু অধিকার সংরক্ষণ কমিশন (এনসিপিসিআর) নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির ডিসিপিকে চিঠি লিখে আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলেছে এনসিপিসিআর।

দিল্লিতে ৯ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে এক পুরোহিত এবং শ্মশানে কাজ করা তিন কর্মীর বিরুদ্ধে। তারপর সেই নির্যাতিতার দেহ নাকি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া দাহ করে দেয় অভিযুক্তরা। ঘটনার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ৯ বছরের ওই বালিকা পুরনো নঙ্গল গ্রামেরই বাসিন্দা ছিল। বাবা-মায়ের সঙ্গে পুরনো নঙ্গল শ্মশানের সামনেই একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত সে। বুধবার সকালে ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল এদিন জানিয়েছেন, 'পরিবারের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তাঁরা শুধু ন্যায়বিচার চাইছেন আর কিছু নয়। তাঁরা বলছেন তাঁদের সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়নি, তাঁদের সাহায্য করা উচিত। আমরা তাই করব।

তেলিয়ামুড়ায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ না করায় পন্য বাজারজাত করতে পারছে না কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট ।। তেলিয়ামুড়া ব্লকের চিন্দ্রাই ছড়ার উপর একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন এলাকার জনগণ ও লেবু চাষিরা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বক্স কালভার্ট তৈরি করে দেওয়া হয়নি। তাতে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

চিন্দ্রাই ছড়ার উপর একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ হলে এলাকার লেবু চাষীদের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যেত । উৎপাদিত লেবু সহজে বাজারজাত করার সুযোগ পেয়ে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হয় তারা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেত।প্রায় ২০/২৫ বছর যোগাযোগ ব্যবস্থা কারণে তারা এমন দুরবস্থায় পড়েছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের পশ্চিম হাওয়াই বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঙালি কলোনি এলাকায়। দিন, মাস, বছর পেরিয়ে গেলেও ওই এলাকাবাসীদের দাবি বাস্তবে পরিণত হয়নি। ছড়ার উপর বাঁশের অস্থায়ী সাঁকোর উপর দিয়ে মানুষজন চলাফেরা করতে হচ্ছে। নিজেদের জীবন বাজি রেখেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সাঁকোর উপর দিয়ে যাতায়াত করে। পশ্চিম হাওয়াই বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঙালি কলোনি এলাকায় প্রায় ৩০ পরিবার মানুষজনদের বসবাস। অধিকাংশ মানুষজন লেবু চাষ আবাদ করেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। কিন্তু চিন্দ্রাই ছড়ার উপর একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীরা দাবি বারবার উপেক্ষিত হচ্ছে।বাঙালি কলোনীর বাসিন্দারা বাম আমলে যেমন আশ্বাস পেয়েছিল, তেমনি রাম আমলেও একই অবস্থা। আশ্বাস বাণী ছাড়া বাস্তব সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। তারা তাদের চাষাবাদের পর লেবু বাজারজাত করতে পারেন না সঠিকভাবে। অবিলম্বে ছড়ার উপরে একটি বক্স কালভার্ট তৈরি করে দেওয়ার জন্য এলাকার লেবু চাষিরা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্যসভায় বিধি ভঙ্গের অভিযোগে তৃণমূলের ছয় সাংসদকে সাসপেন্ড

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যসভায় এক দিনের জন্য সাসপেন্ড হলেন ছয় তৃণমূল সাংসদ। শান্তনু সেনের পর আরও ছ''জন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদকে বুধবার সাসপেন্ড করলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। তাঁরা হলেন, নাদিমুল হক, আবির বিশ্বাস, শান্তা ছেত্রী, অর্পিতা ঘোষ এবং মৌসম বেঁজির নূর। তবে শান্তনু সেনকে পুরো বাদল অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করা হলেও এই ছয় সাংসদকে শুধুমাত্র আজকের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এদিন সাংসদরদের ক্ষেত্রেও রাজ্যসভার অধিবেশনে নিয়ম বিরুদ্ধে ভাবে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন, হট্টগোল পাকানো ইত্যাদির অভিযোগ আনা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ছয় তৃণমূল সাংসদকে সাসপেন্ড করেছে রাজ্যসভা। প্রথমে শান্তনুকে পুরো অধিবেশন সাসপেন্ড, তারপর ডেরেক ও''ব্রায়েনের পাপড়িচাট মন্তব্য নিয়ে জাতীয় রাজনীতি সরগরম হওয়া এবং এদিন আরও ছয় সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সব দেখে অনেকেই বলছেন সংসদের বাদল অধিবেশন কার্যত বঙ্গ রাজনীতির বক্সিং রিংয়ে পরিণত হয়েছে। এ রাজ্যেও যে ভাবে তৃণমূল বনাম বিজেপি লড়াই চলছে তেমন সংসদেও একই ছবি। সংসদে কেন্দ্র বিরোধী আগ্রাসী মনোভাব এবং একের পর এক ঘটনায় বিরোধী দলগুলির মধ্যে তৃণমূল যে সমস্ত আলো শুষে নিয়েছে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তৃণমূল গোটা ব্যাপারটাকে নিজেদের রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবেই দেখতে চাইছে। রাজ্যসভার অধিবেশনে আইন পাশকে পাপড়িচাট বলে মন্তব্য করেছিলেন ডেরেক ও''ব্রায়েন। তা নিয়ে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তিনি বলেছিলেন, ''যে ভাষায় তৃণমূল সাংসদ কথা বলেছেন তা শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না। এতই তাঁর ঔদ্ধত্য যে তিনি ক্ষমাও চাননি।'' তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেছে তাই তৃণমূল দলটা যাতে পার্লামেন্টে প্রবেশ করতে না পারে তার চেষ্টা চালাচ্ছে। এইভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আটকে রাখা যাবে না বলে জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

তিহার জেলে রহস্যজনক মৃত্যু বন্দির আহত আরও দু'জন

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): দিল্লির তিহার জেলে নিজের সেলেই রহস্যজনক মৃত্যু হল ২৯ বছর বয়সী একজন বন্দির। বুধবার সকালে ওই সেল থেকেই আরও দু''জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের নাম-অঙ্কিত গুজ্জর। তার বিরুদ্ধে খুন ও ডাকাতি-সহ অনেক ফৌজদারি মামলা রয়েছে। আহতদের নাম-গুরজিৎ সিং (২২) ও তার ভাই গুরপ্রীত (২২)। তাদের দীন দয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কীভাবে মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ডিরেক্টর জেনারেল (দিল্লি কারাগার) সন্দীপ গোয়েল জানিয়েছেন, 'তিহার জেলের ৩ নম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারের সেলে অঙ্কিতের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তিহার জেল সূত্রের খবর, বুধবার সকাল ৯.১৫ মিনিট নাগাদ অঙ্কিতের মৃত্যুর খবর আমরা জানতে পারি। তার বাড়ি উত্তর প্রদেশের বাঘপত জেলার খেলা গ্রামে। খুনের মামলায় ২০১৯ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

মাধ্যমিক ও দ্বাদশে ফল করা ছাত্রদের বিক্ষোভ আন্দোলনে উত্তপ্ত সোনামুড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৪ আগস্ট ।। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে অনুর্তীণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাস করিয়ে দেওয়ার দাবিতে সোনামুড়া বুধবার ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং এসএফআই পৃথক পৃথকভাবে আন্দোলন সংগঠিত করে। বুধবার ফের ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল গোটা সোনামুড়া মহাকুমা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে সোনামুড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে অনুর্তীণ ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সোনামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।তাদের দাবি আগরতলায় ছাত্র ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণের জবাব চাই এবং অনুর্তীণ সকল ছাত্র ছাত্রীদের উত্তীর্ণ করতে হবে।এই দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধ করা হয়।কিন্তু বিদ্যালয় পরিদর্শশক তাদের সাথে কথা না বলায় তারা বিক্ষোভ মিছিল করে সোনামুড়া মূল সড়ক ট্রাফিক পয়েন্টের কাছে অবরোধ করে। তাদের মুখে একটাই স্লোগান শিক্ষামন্ত্রী জবাব চাই জবাব দাও।, সোনামুড়া বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে পুলিশ তাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের বাঁধা ঠেলে এগিয়ে এসে তারা দীর্ঘ সময় পথ অবরোধ করে রাখে। সোনামুড়া মহাকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক এসে তাদের সাথে কথা বলেন। যদিও প্রথমে তাদেরকে ক্ষান্ত করতে পারেননি বিদ্যালয় পরিদর্শক। ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে তারা পথ অবরোধ মুক্ত করে। একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে এসএফআই এর ছাত্র সংগঠন।তারা সোনামুড়া শহর জুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্র আন্দোলনের জেরে গোটা সোনামুড়া শহর উত্তাল হয়ে পরে। সকড় অবরোধের ফলে যানবাহনের যাত্রীরা বিপাকে পড়েন।

রেশন কার্ডের তথ্যাদি পুনরায় মূল্যায়ণে উদ্যোগ নেওয়া হবে, জানালেন খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৪ আগস্ট ।। বিলোনিয়াস্থিত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে বুধবার বিকেলে আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলন। খাদ্য ও যুব কল্যাণ বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এই দিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাজ্যের পি.ডি.এস ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল কার্ড করার লক্ষ্যে বর্তমানে ব্যবহৃত পুরানো কার্ড এর পরিবর্তে রাজ্য সরকার স্মার্ট রেশন কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজ্যের সকল রেশন কার্ড ধারী ভোক্তাদের পারিবারিক রেশন কার্ডের তথ্যাদি পুনর্মূল্যায়নের কাজ শুরু করার জন্য মহকুমা শাসককে নির্দেশ দেন বলে জানান খাদ্য মন্ত্রী।

এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে প্রায় ২ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে বলে জানান মন্ত্রী তিনি আরো জানান রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে পূর্ণ বিন্যাসের মাধ্যমে আরও প্রায় ৪৩৮ টি নতুন রেশন দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ১৮টি সাব্রম মহকুমায় ১২টি শান্তিরবাজার মহাকুমায় ১৯ টি নতুন রেশন দোকান খোলা হবে। তিনি আরো জানান শারীরিকভাবে অক্ষম বা ৬০ বছর উদ্ধ এক বা দুই সদস্য বিশিষ্ট রাজ্যের প্রায় ৩৯ হাজার পরিবারকে বাড়িতে রেশন পরিষেবা পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ ধরনের পরিবারগুলির চিহ্নিতকরণের কাজ ইতিমধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সহ আরও রাজ্যে শুরু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কোভিদ বিশেষ সহায়তা প্রকল্পের কথা তুলে ধরে তিনি জানান দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ৭৩৬৭৩ পরিবারকে খাদ্য দপ্তর এর মাধ্যমে এককালীন ১,০০০ টাকা করে এখন পর্যন্ত ৭.৩৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এরমধ্যে বিলোনিয়া মহকুমায় ২৯,০৫১পরিবার সাব্রম মহকুমা ২১,১৩৭পরিবার এবং শান্তির বাজারমহকুমা ২৩,৪৮৫পরিবার। সারা রাজ্যে ৬ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবারকে এখন পর্যন্ত সর্বমোট ৬১ কোটি ৮০লক্ষ টাকা সরাসরি তাদের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে বলেজানান।

এরপর যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এর সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি জানান রাজ্যের খেলোয়াড় সহ সাধারন জনগণ যাতে শরীরচর্চা করতে পারেন তার জন্য যুব বিষয়ক অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যের একটি জেলায় প্রথমবারের মতো আটটি উন্মুক্ত জিম স্থাপন করা হয়। প্রতিটি জিমের জন্য মোট ১০লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৩৪ টাকা ব্যয় করা হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ জেলার সাব্রম ও বিলোনিয়ায় দুটি জিম স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের আরো তিনটি জায়গায় মেলাঘর আগরতলা উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় জিম স্থাপনের কাজ চলছে। মন্ত্রী আরও জানান যুব বিষয়ক ক্রীড়া দফতরের প্রথমবারের মতো রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এখন পর্যন্ত মোট ২০৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলোতে আপাতত ১৬ টি ইভেন্টের উপর ৬১৫জন ক্রীড়া প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মোট চব্বিশটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছে এতে মোট ৭৫জন ক্রিড়া প্রশিক্ষক যুক্ত রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলোতে প্রথম পর্যায়ে কিছু ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছিল আগামী কিছুদিনের মধ্যেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলিতে আরো সামগ্রী প্রদান করা হবে বলে জানান মন্ত্রী। পূর্বে রাজ্য দিব্যাঙ্গজনদের ও আদিবাসী জনগণের জন্য স্কুল ইভেন্ট ছিল না। এ বছর থেকে রাজ্যে স্কুল ক্রিড়ায় জেলা স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত দিব্যাঙ্গজন ও আদিবাসীদের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ক্রিড়া অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা আছে বলে জানান ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব

সাংবাদিক সম্মেলন শেষে বিলোনিয়া সিনেমা হল সংলগ্ন ৪নং সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিদর্শন করেন এবং ভোক্তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন। তিনি বিলোনিয়া নেতাজি পল্লী স্থিত সরকারি খাদ্য গোডাউন পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। পরিদর্শনকালে সাথে ছিলেন মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস ,খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক সুমিত মুড়াসিং।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের উদ্যোগে মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন সহ অন্যরা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।